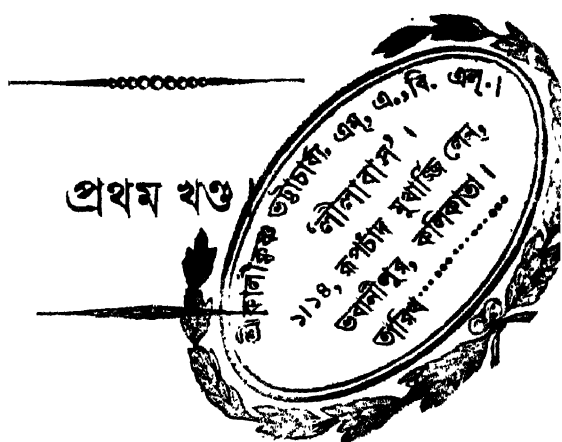


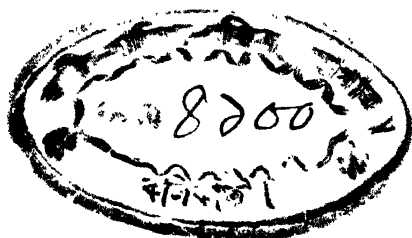
বিলাপ-মালা ।



শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী কর্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

১০৭, শ্যামবাজার স্ট্রীট,—কর-প্রেসে,
শ্রীযত্ননাথ মণ্ডলদ্বারা মুদ্রিত ।



বিলাপ-মালা ।



এই কি আমার প্রেয়সী রতন ?

১

এই কি আমার প্রেয়সী রতন,
কুসুমমোহিনী চারুতা মাখা ।
হৃদয় বিলাস সরস যৌবন,
নব কুচ চারু বক্ষিম রেখা ॥

২

তড়িত স্ফুরিত নধর অধর,
প্রেম বিস্ফারিত যুগল আঁখি ।
বিকচ গোলাপ সরম আধার,
মোহিত মন্থন দিয়েছে রাখি ॥

৩

ক্ষীণ কটি চারু ত্রিদিব মানস,
মাধুরি গঠিত নিতম্ব থর ।
লাবণ্য পূর্ণিত পূর্ণ নবরস,
স্থাপিত অনঙ্গ কুসুমাস্তর ॥

১

৪

নিটোল জোয়ারে উছলিয়ে চলে,
 উঠিত প্রণয় হিল্লোলচয় ।
 নাচিত মোহাগে চঞ্চল যুগালে,
 উথলিত মধু ভুবনময় ॥

৫

নিদাঘ বিশুদ্ধ লতিকা সমান,
 কোথায় গিয়েছে সে শোভা এবে ।
 ফুল্ল কলিকায় কীট নিকেতন,
 সকলি নশ্বর হায়, এ ভবে ॥

৬

আসে কত ঋতু চারু সাজ পরি,
 আবার যেন রে লুকায় কোথা ।
 দেখায় কুহুক নানা বেশ ধরি,
 অবশেষে শুধু হৃদয়ে ব্যথা ॥

৭

বাসন্তীয় নব রসাল মুকুলে,
 বিতরে অতুল সুবাস ক্ষণ ।
 পুরিয়ে অমিয়, তরুতনু কোলে,
 আকুলে অবোধ অলির প্রাণ ॥

বিলাপ-মালা ।

৮

কামিনী, মতিয়া, নব প্রস্ফুটিত,
বিধুমুখে হাঁসি বিধুর করে ।
কোথা প্রেমদল কেন নির্মীলিত,
নিশি অবসানে সে স্খাধারে ॥

৯

দিন ছুই বই থাকে না স্খাস,
ভুলাইতে প্রিয় প্রণয়ী মন ।
বথা বিমানেতে বিজলি বিকাশ,
লুকায় তাহায় স্খরূপ পুনঃ ॥

১০

মোহিনী যৌবন আলোকে আঁধার,
ক্ষণেক তিমির অন্তর গায় ।
আবেশ বাসনা পূরিত আকর,
কত নব তারা দেখায় তায় ॥

১১

আজ কমনীয় কলি বিকশিত,
প্রণয় সলিল পূরিত কায় ।
কেমনে জানি না হিমালী পতিত,
কোথা হতে শোভা বিনাশে হায় !

১২

যাহাই কেন না করয়ে পরশ,
মলিন হইবে দুদিন পরে ।
পার্থীব জগতে যাহাতে মানস,
তুষিছে, যাইবে সব অচিরে ॥

১৩

সব কি অচির নাথ ! সব কি অচির ?
দেখাইতে পারি করি হৃদয় বাহির ।
যদি থাকে ভালবাসা, কত নব প্রেম আশা,
ফুল্ল সরোজিনী, দেখি সোহাগ মিহির—
বিতরে তেমতি বাস, নব পরিমল রস,
নহে বিদূষিত নীর, প্রেম সরসির ।
লালসা মলয়যোগে ক্রমশঃ বাড়ায়
যথা নদীকুল পূর্ণ পেয়ে বরিষায় ॥

১৪

ছিল ফুল, এবে নাথ ফল দেখ তায়,
প্রগাঢ় বন্ধনে আরো বেঁধেছে মায়ায়,
উড়ু উড়ু ছিল মন, পার কি পারি এখন,
হিঁড়িতে প্রণয় গ্রন্থি নাহি ছেঁড়া যায় ।

১

কেনই প্রণয় হয় ।

যদ্যপি আবার তায়, বিরহ তরঙ্গ বয়, .
ভাসায় দুঃখের শ্রোতে বিশুদ্ধ জীবন,
অনন্ত লহরী নীরে করিয়ে মগন ।

২

পূত প্রেম প্রবাহিনী,
বহিত আনন্দ মনে, বিমল অমৃত সনে,
অকালে স্থখায় হায় ! ভীম হুতাসন—
স্থখদ প্রণয় করি বিষাদ সদন ।

৩

নব ভানু বিলাসিনী,
স্বচ্ছ নীর দরপণে, হোতে তুলি সযতনে,
দেখি শুধু কণ্টকিত হৃদয় মৃণালে,
রয়েছে ঢালিয়ে অঙ্গ সোহাগ সলিলে ।

৪

আবার উদয় মনে,
হোলো প্রেম প্রতিমায়, নব স্ফুট কলিকায়,
লাজ মাখা পরিমল বারিছে কেবল,
নহে পূর্ণ বিকসিত চারু উরুতল ।

৫

বিলাস মন্দের গতি,
 পূর্ণতা এখন নয়, সরল মধুর নয়,
 হাঁসিছে কঁাদিছে কভু কোমল পরাণ ;
 চঞ্চল কিশোর কাল হলো অবসান ।

৬

খেলিতাম দুই জনে—
 প্রথর ভাস্কর কর, যবে অতি খরতর
 হইত, বসিয়া হর্ষো বিমুক্ত জীবনে,
 হাঁসিতে কখন তুমি সহস্র বদনে ।

৭

খেলার আমোদে ভুলি—
 পড়িত বসন খসি, অপার্থীব স্মৃতিরাশি—
 দেখিতাম অনাবৃত বাল শশধর,
 এক দৃষ্টে অনিমেষ প্রণয় আকর ।

৮

বক্সিম নয়নে চাহি—
 হেরি অভাগায় প্রাণ, করি স্মৃতি অবসান,
 আবরিতে ফুলকলি ঝাপিয়ে বসন ।
 সনত্র বদনে নব প্রেম বিস্মুরণ ॥

৯

যখন যাইতে চলি—

লাজমাখা তনুখানি, চির আদরের খনি,

নয়নে নয়নে মম হোলে সন্মিলন,

বিনোদ অধরে উবা ত্রিদিব মোহন—

১০

হইত যেন বিকাশ ।

সিহরিত কলেবর, প্রণয়ের সমাচার,

তড়িতের বেগে বহি মানস ভিতরে,

নাচাইত হৃদি মন মূর্ত্তেক তরে ।

১১

যাইতাম যবে আমি—

হেরি স্থখ উচ্ছ্বাসিত, সংসারের কায যত

পরিহরি নিকটেতে রহিতে বসিয়ে,

হৃদয়ে বিলীন করি পবিত্র প্রণয়ে ॥

১২

আদরে কখন তুমি—

লতে পরিমান মম, নন্দন কানন সম,—

হতো ক্ষণ অনুভব মরুত ভ্রুবন,

হৃদয় বাসনা সহ হ'য়ে পরশন ।

১৩

পড়িতাম কাব্য কভু—

সাদরে পারশে বসি, সলাজ দামিনীরাশি,
ক্ষীণ তনু বাঁকাইয়ে জীবনতোষিণী,
সন্নিবেশ করি মন শুনিতে কামিনী ।

১৪

অক্ষুট সন্ধ্যায় পুনঃ—

হেরি চারু নীলাম্বরে, স্ন-রক্তিম রবিকরে,
করিতাম তোমা ত্যজি যখন গমন,
স্বদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি করি বিলোকন—

১৫

কত ভাব হতো হায় !

এখন হইলে মনে, কাঁদে প্রাণ বরাননে,
স্বথ সাধ ফুরায়েছে এই জগতের,
অজস্র নয়ন বারি বর্ষে নিরন্তর

১৬

ধৌত তাহে নাহি হয়—

সেই তব ভালবাসা, নাহি ছাড়ে বৃথা আশা,
অঙ্কিত হয়েছে ইহ জনমের মত,
সলিলে চিহ্নিত হলে অবশ্য মুছিত ।

১৭

হেরিয়াছি কোন দিন—

ললিত বরাঙ্গলীলা, প্রমোদ সরসে খেলা,—
সরোবর মাঝে যবে জীবন সঙ্গিনী,
শান্ত স্বর্ণকান্তি আভ্র আনন্দ দায়িনী ।

১৮

রজত বরণ নীরে—

ফুটিতে চারু নলিনী, নবরস প্রদায়িনী,
উঠিত লহরী তায় কত অগণন,
হায় রে, আমার মনে হইত তেমন ।

১৯

শুনিয়ে অমিয় কথা—

হৃদয়ের যন্ত্রচয়ে, উল্লাসে মগন হয়ে,
নীরবে বাজিত, সদা স্রুথের সঙ্গীত,
ঢালিয়ে স্রুথার স্রোত করিয়ে মোহিত ।

২০

ভাল বাসিতাম কত—

নহে পাপ বাসনায়, বিদূষিত তাহা হায়,
অথচ যে কেন ? ভাল বেসেছি তোমায়,
ভালবাসা পাব বলে, জান সমুদয় ।

২১

কে জানিত ভবিষ্যত ?
 অজানিত চিরকাল, পূর্ণ সুখা পরিমল,
 দেখাত কল্পনা নেত্রে সতত আশায়,
 জানিলে বিষাদ কেন হবে পুনরায় ।

২২

ওরে পল্লি ! নিন্দুকের দল
 ঢালিয়ে বিষ দুঃসহ, ছিঁড়িলি সে সরোরুহ,
 মর্ন্ত পরিগ্রহ নাহি করিয়ে তাহায়,
 ফেলিলি কলঙ্ক-নীরে চির অভাগায় ।

দুঃখিনী মহিলা ।

১

এ মানস নির্মল আকাশ—
 কোন খানে মেঘ লেশ, ছিল না যাতনা ক্লেশ
 শুরু প্রতিপদ—সখা কুমুদ—বিলাস,
 উজ্জ্বল তারকাদামে আছিল প্রকাশ,
 ভাবি স্নেহের বিকাশ ।

২

করিতে জীবন অভিনয়,
সংসারের রঙ্গভূমে, উপনীত করি ক্রমে,
অভাগা জনক মম এই দুখিনীরে,
দুরাশার প্রলোভনে প্রমোদ অন্তরে,
দেন দয়াহীন করে ।

৩

যদি কোন দরিদ্র যুবক,
পরিণয় প্রেমহারে, বাঁধিত এ অভাগীকে,
ভাষাতে হোত না, সদা বিষাদ সাগরে—
পরিশুদ্ধ কমকলী হৃদয় কন্দরে—
অনিবার আঁখিনীরে ।

৪

কেমনে বল হে প্রাণাধার,
সেই তব ভালবাসা, সেই নব প্রেম আশা,
বাসনা-প্রসূন কত প্রফুল্ল বিরলে ;—
নব ভাবে ললিত মন প্রণয় উথলে,
যথা রসাল মুকুলে ।

৫

হেন কালে কেন নিরদয়,
 অতল বিশ্বাসি জলে, অভাগীরে তেয়াগিলে,
 কি মনে কি ভাবি নাথ, নব প্রেম যত ;
 নিরেট পাষণ দিয়ে হৃদয় গঠিত,
 নহে দুঃখেতে দ্রবিত ।

৬

নহে ফুট কুসুম-কোরক,
 কেবল আদর কোরে, মন্মথ ফুটাতে ধিরে—
 ভাসিল স্থখের স্বপ্ন বিষাদ অনিলে,
 পুড়িল মানস চির বাড়ব অনলে,
 প্রেম শুখাল অকালে ।

৭

একাকিনী হোয়ে বিকসিত
 কোথা সহৃদয় অলি, হায় দুঃখ কারে বলি,
 আকুল করিয়ে চিত, দল নিম্নীলিত,
 লতাও বা বুঝি কবে হবে উন্মূলীত,
 প্রাণ যাইবে হরিত ।

৮

অক্ষুট প্রণয় স্বরে মন,
 কেন করি অপহৃত, জন্মতরে নির্বাসিত,
 নাহি এক বিন্দুবারি বধিবে জীবন,
 সামান্য কুসুম কেন রোপিলে উদ্যানে,
 যদি ছিল ইহা মনে ।

৯

নাহি কি এ কুসুমেতে নাথ !
 স্তম্ভধারস প্রপূরিত, কোমলতা স্তম্ভাসিত,
 নিবারিয়ে তুষা সদা ভূষিতে তোমায় ?
 তবে কেন প্রাণনাথ নিদাঘ জ্বালায়,
 দহ প্রেম প্রতিমায় ।

১০

চারু হাঁসি ভুবনমোহিনী ;
 নাহিক অধরে আর, গলিত নয়নামার,
 নধর বাঁধুলি আভা বসন্ত সঞ্চার,
 সরস যৌবন প্রেম পিষুষ আধার—
 মাথা নীলিমা চিন্তার ।

১১

কে বলে সুখদ পরিণয়,
 অভাগী অদৃষ্ট ফলে, পূরিত সুধু গরলে,
 শতেক ভুজঙ্গ আসি দংশিছে হৃদয়,
 পরিণাম বিবেচনা নাহি করি, হয়
 পরিণয়ে দুঃখোদয় ।

১২

জানিতাম আগে কি হে নাথ,
 অধিনীরে জলাশায়, এনে যুগ তৃষিকায়,
 উড়াইয়ে বালীবৃন্দ দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
 মারিবে মরমে চারি ধার আঁধারিয়ে,
 সদা হতাশ প্রণয়ে ।

১৩

তাহা হলে দক্ষ হৃদি পটে,
 লইতাম তুলি প্রিয় ! প্রশান্ত স্নিগ্ধ অমিয়,
 সেই চারু মূর্তি তব স্নেহের সলিলে,
 শীতলিতে হৃদি, যথা আকাশ মণ্ডলে—
 ভানু চন্দ্রিকা শীতলে ।
 হায় বিদায়ের কালে ।

১৪

চিরদুঃখি মম পিতা মাতা,
সাংসারিক কাজে নাথ ! সতত থাকি বিব্রত,
তথাকার কোন; নাথ ! সামান্য কাহিনী,
কেহ যদি কয়, শুনি নীরবে অমনি,
উঠে স্নখ প্রবাহিনী ।

১৫

যথা পতিহারী কুরঙ্গিনী
একদৃষ্টে অনিমিষে, নব প্রণয় আবেশে,
নিবারিয়ে শ্বাসবায়ু নিবারি গমনে—
কে যেন পিষুঘরাশি ঢালিছে সঘনে,
রহি চাহি এক মনে ।

১৬

এই রূপে শুনি নিরজনে,
কার সাথে দেখা হোলে, যাই অন্য কাজ ছলে,
কোথা হোতে জানি না যে পূরে আঁখি জলে
সলাজে তাহায় মুছি নিবারি অঞ্চলে,
পাছে কেহ কিছু বলে ।

১৭

সমান বয়সিদের সহ,
 নাহি বসি এক স্থানে, তব নিন্দা শুনি কানে—
 পরিশুদ্ধ পরিক্রান্ত দুর্বল প্রণয়,
 ভাষা'বে আরো দুঃখ তরঙ্গনিচয়,
 করি উৎক্ষিপ্ত হৃদয় ।

১৮

সেই মম বিমল হৃদয়,
 নব পরিণয় কালে, ফুল্ল সতীত্ব যুগালে—
 হব হব প্রস্ফুটিত, সলজ্জ্ব কলিকা,
 মোহিলা, মোহন স্বরে অবোধ বালিকা,
 এবে আমূল ছুরিকা—

১৯

মার দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ।
 যদি এ অধীন দাসী, কোন দোষে হয় দোষী
 অনুতাপানলে দগ্ধ করি চির দুখে,
 কাজ নাই প্রাণনাথ, বসাত, তা বুকে
 ক্ষণ নাহি কাজ রেখে ।

উচ্ছ্বাস ।

১

বিনোদ কানন মাঝে প্রফুল্ল বদনে,
মুঞ্জরিত কুসুমকামিনী ।
ছড়ায়ে পীযুষমালা জগত জীবনে,
কল্পনার স্বদূরসঙ্গিনী ॥

২

অনন্ত সলিলে পূর্ণ প্রেম পারাবার,
তথাপি সতত তৃষ্ণাতুর ।
তাহার পিপাসা আশা সম অনিবার,
সেই তৃষ্ণা মরি কি মধুর ॥

৩

অক্ষুট প্রণয় লাজে বঙ্কিম নয়ন,
হৃদয়ের ভালবাসা আশা ।
সকলি প্রণয় লাজে মাথা সর্বক্ষণ,
নিরবেতে তৃষিত পিপাসা ॥

৪

নিরবে হৃদয়-যন্ত্রে হৃদয়বাসিনী,
করিতে যে দৃষ্টি-সুধাদান ।
উচ্ছ্বাসি প্রণয় স্বরে দিবস যামিনী,
আশার আশয়ে মুগ্ধ প্রাণ ॥

৩

৫

শীতলিতে দন্ধ হৃদি করিনু শীতল,
 প্রেমানন্দে নিরখি নয়নে ।
 কি বলিব কি ভেবেছি জান ত সকল,
 তবু হায় বলি নাই কেনে ॥

৬

কি দিব উত্তর তার আর কি উত্তর,
 এখন সে সময় কোথায় ।
 নিরাস-অনলে মাত্র বিদগ্ধ অন্তর,
 চিহ্ন আর নাহি কিছু হায় ॥

৭

মনের হরষে কেন বসিয়ে নির্ভ্রনে,
 দুজনায় ছিলাম সেদিন ।
 ভবিষ্যত চিন্তা ভুলি মুগ্ধ আলাপনে,
 চির-সুখ হইল বিলীন ॥

৮

স্বরূপ সৌন্দর্য্যময়ী প্রেমের প্রতিমা,
 ক্ষুদ্র প্রেম-সরে সরোজিনী ।
 কেন হলো পারাবার ঢাকিল রে অমা
 নিশা-হৃদে আভা কৌরিটিনী ॥

৯

আজ মরুভূমি প্রায় সেই সরোবর,
উড়িতেছে বালুরাশি কত ।
আঁধারে পিপাশা দাহে দহি নিরন্তর,
কোন্ পথে ভাবি নানামত ॥

১০

যাই পাই আছে কিছু বুঝিতে না পারি,
কাঁদিতেছি কেবল হতাশে ।
মোরে বেঁচে হেঁসে মোহে পুন বুঝি মরি ;
তবু রব জীবন-আশ্বাসে ॥

১১

অন্ধকারে হাতে পেয়ে কৃপণের ধন,
সিহরিত সর্ব্ব কলেবর ।
ধমনী আশ্বালে তবু ফোটেনি বচন ;
অব্যক্ত সুখদ মনোহর ॥

১২

সেই এক দিন আর পরিমাণ ল'তে ,
দুই দিন দুইটি রতন ।
স্মৃতি অস্ত্রে চির তরে চিত্রিয়াছি চিতে ;
তম দীপ্তি জীবনে জীবন ॥

১৩ .

নৈশ নীলাম্বরে তারা অয়স্কান্ত মণি,
 মরীচিকা স্বাদুনির ধারা ।
 লাজ মাখা পরিমল নব রস খনি ;
 শান্তি পদ আশা তুষা হরা ॥

১৪

গাইয়ে দুঃখের গীত নাহি কাজ প্রাণ,
 মনে রেখো এই অভাগায় ।
 এ জনমে হইয়াছে স্তম্ভ অবমান ;
 প্রিয়তমে দেও লো বিদায় ॥

—০০—

বালিকা হাঁসি ।

১

কোমল সরস চারু প্রভাতিয় প্রসূণে ।
 নব শোভা সুললিত,
 নব হাঁসি প্রস্ফুটিত,
 রোয়েছে আবরি তনু লাজ মাখা বদনে ॥
 খোলে রূপ মনোহর,
 উছলি লাবণ্য থর ;
 বিতরি স্রবাস ভার অনীলের মিলনে ।
 কোমল সরস চারু প্রভাতিয় প্রসূণে ॥

২

অনন্ত অমৃতময়ী নিশিথিনী স্নন্দরী ।

নীরদ আড়ালে হাঁসি,

চারুকান্তি পরকাশি ;

নবীন যৌবনে শোভা আরো বাড়ে মাধুরী ।

শান্ত-রশ্মি দরশন,

বিরহে দহে জীবন ;

জানাইতে হাব ভাব প্রণয়ের চাতুরী ।

অনন্ত অমৃতময়ী নিশিথিনী স্নন্দরী ॥

৩

পূর্ণ দল বিকসিত কিন্না অতি মুকুলে ।

ঝরে কি স্নধা বিমল,

লাজ মাখা পরিমল ;

অতি স্ফুট কলিকায় কোথা মধু উথলে ।

প্রেম-শূন্য অম্মুরাশি,

লবণাক্ত ফুল বাসি ;

স্নধা-হীন মুখচন্দ্র স্নধা-রাহু কবলে ।

পূর্ণ দল বিকসিত কিন্না অতি মুকুলে ॥

৪

চঞ্চল চপলা সম হাঁসি কান্না রয় না ।
 এই মানে মেঘ আসি,
 আবরিল মুখশশী,
 বহিছে নিশ্বাস বায়ু এই অতি বিমনা ।
 এই প্রেমরূপ্তি পুনঃ,
 ভিজাতে বিশুদ্ধ মন ;
 প্রকাশিত সৌদামিনী আবার দেখায় না ।
 চঞ্চল চপলা সম হাঁসি কান্না রয় না ॥

৫

বরষার সন্মিলনে প্রেম-নীর বাড়িছে ।
 নিটোল জোয়ারে বয়,
 শিকতা বেলায় লয় ;
 মোহিনী আবর্ত তায় ক্ষণে কত উঠিছে ।
 ছোট চারু ঢেউগুলি,
 আবেশে পড়িছে হেলি ;
 নিশ্বাস মলয় বয় কুমুদিনী নাচিছে ।
 বরষার সন্মিলনে প্রেম-নীর বাড়িছে ॥

৬

দেখিতে দেখিতে পুন বর্ষাগত হইল ।

নাহি সে প্রেম প্লাবন,

ভাসে কিসে ক্ষুদ্র মন ;

তৃণ সম প্রেমনীরে যাঁহা পূর্বের ভাসিল ॥

ছিল আশা ভর করে,

সহি কত ডুবি নীরে ;

ভুবনমোহিনী হাঁসি অধরেতে লুকাল ।

দেখিতে দেখিতে পুন বর্ষাগত হইল ॥

৭

মৃত সঞ্জিবনী ওই চারু হাঁসি হেরিয়ে ।

বিষম নিদাঘ দায়,

রহিয়াছি সে আশায় ;

হোক শুষ্ক আসারেতে পুন যাবে ভাসিয়ে ॥

আবেশে পূরিত ঢল,

আবার পূরিবে জল ;

সেই তৃষা সেই আশা তুষিবেরে আসিয়ে ।

মৃত সঞ্জিবনী ওই চারু হাঁসি হেরিয়ে ॥

৮

তেমতি মরাল প্রেম সরোজিনী সমীপে ।
 রহিবে সমান ভাবে,
 সতেছে আবার পাবে ;
 প্রকাশিয়ে মনোদুঃখ কিবা ফল বিলাপে ॥
 আবার সে হাঁসি পুনঃ,
 মোহিবে দন্ধ জীবন ;
 নাহি কায কল্পনায় দুঃখ-গীত আলাপে ।
 থাকিব আশায় প্রেম সরোজিনী সমীপে ॥

প্রিয়তমার প্রতি ।

১

প্রিয়তমে !

যত আশা স্মৃতি সাধ ফুরায়েছে অকালে ।
 কাঁদিলে নিজেও প্রাণ অভাগারে কাঁদালে ॥
 কি ভাবি কঠিন প্রাণে,
 নাহি চাও মম পানে ;
 বিগত প্রণয় সখি ! কেমনেতে ভুলিলে ? ।
 এ জনমে একেবারে ত্যজিলে ॥

২

প্রাণময়ী !

শুনিয়াছিলাম কভু ভালবাসা যায় না ।
 অদৃষ্টের গুণে মম তাও স্থির রয় না ॥
 এখন প্রত্যক্ষ্য দেখি, তব প্রেম শশীমুখি,
 কোথায় গিয়েছে চোলে কিন্তু মোরে ছাড়ে না ।
 কিছুতে নাহিক স্মৃতি বাসনা ॥

৩

স্ব-সৌরভে কত ফুল ফুটে আছে উদ্যানে ।
 প্রগাঢ় প্রণয় মধু বিতরিতে যতনে ॥
 নব শোভা প্রস্ফুটিত, কেহ পূর্ণ বিকসিত,
 শুকায়ে যেতেছে পুন স্নেহ-নীল বিহনে ।
 নলিনী কি ফুটে থাকে পাষাণে ॥

৪

যদিও কামিনী-পাঁপড়ি ক্রমে ঝোরে যেতেছে ।
 তেমতি নবীন রসে অলি মেতে রয়েছে ॥
 অনীলের তাড়নায়, ছিন্নপক্ষ তবু হায়,
 সোয়েছে অশেষ জ্বালা আরো দেখ সোতেছে ।
 মন অনুরাগ ক্রমে বাড়িছে ॥

৫

এই ত চলিল ভানু অস্তাচল শিখরে ।
 প্রকৃতির চারু দীপ্তি লুপ্ত কোরে আঁধারে ॥
 পূরব গগণে মরি, নব-রূপ সাজ পরি,
 যামিনী-ভ্রমণ ইন্দু বিনাশিল তিমীরে ।
 লুকালো না অন্ধকার অন্তরে ।

৬

প্রাণময়ী !

তুমি ভিন্ন মম হৃদি কিসে আলো হইবে ।
 আছে ত অনেক তারা নাহি তাহে যাইবে ॥
 খদ্যোত তারায় যদি, আলো হোতো এই হৃদি,
 তবে কেন এ অভাগা শুধাকরে চাহিবে ।
 সদা সেই প্রেম আশে রহিবে ॥

৭

ঘন অন্ধে হেম প্রভা আছে চারু ললনা ।
 চকিত তাহার প্রেম ক্ষণমাত্র রয় না ॥
 স্ব-রূপ-সৌন্দর্য্য সার, জন্মায় মনোবিকার,
 তাহার সমান প্রিয়ে তুমি কভু হৈও না ।
 অধীনেরে আর দুঃখ দিও না ॥

৮

আশা-ইন্দ্র-ধনু, আর কতদিন দেখিব ।
 স্ন-শীতল বারি আশে কত কাল রহিব ॥
 কর নীর বরিষণ, জুড়াক তৃষিত প্রাণ,
 জীবনে কি মরে প্রাণ ! চিরতরে থাকিব ।
 এইরূপে বল কত সহিব ॥

৯

কত ঋতু হোয়ে গত এই গ্রীষ্ম আইল ।
 প্রথর রবির তাপে দগ্ধে দগ্ধ করিল ॥
 আনন্ধান্ করে মন, নাহি স্বাস্থ্য অনুক্ষণ,
 হৃদি-তাপে ভানু-তাপে উষ্ম বায়ু বহিল ।
 কোন্ পাপে হেন হায় ঘটিল ॥

১০

সেই রবি সেই বায়ু দুঃখময় হোয়েছে ।
 কাল-চক্রে স্তম্ভ দুঃখ কোথা যেন মিসিছে ॥
 কিন্তু তব অদর্শনে, বিরহের হতাশনে,
 জ্বালায়ে এ পোড়া প্রাণ কেন নাহি নিভিছে ।
 সকলই বিপরিত হোতেছে ॥

১১

মাগর-সঙ্গম সনে প্রেম-নদী মিসিলে ।
 নব ভাবে নব-রসে উঠেছিল উথলে ॥
 কত বাধা অতিক্রমি, লভ লভিয়াছি আমি,
 কি বাধায় কি ভাবিয়ে একেবারে স্তখালে ।
 সামান্য নিন্দায় ভয় করিলে ॥

১২

অধম নিন্দুক দলে আমি ভয় করি না ।
 এ কি জ্বালা হয় দেখি তথাপি যে ছাড়ে না ॥
 বলুক যা মনে থাক্, ছারে অধঃপাতে যাক্,
 নাহি দেখি নাহি পাই ছাড়িব না বাসনা ।
 রহিব হৃদয়ে পূরি কামনা ॥

শেষেতে হইল হয় এই পরিণাম ।

১

শেষেতে হইল হয় এই পরিণাম ।

হৃদয় আকাশ গায়,
 নব শশী প্রতিভায় ;
 প্রতিভাত নব রস স্খার আকর ।
 অগণিত আশা-তারা কত মনোহর ॥

২

আশায় প্রণয় চাঁদে ঘন মাখামাখি ।

কে প্রণয় কেবা আশা,
 কোন্টি বা ভালবাসা ;
 জানি নাই সঙ্গাহীন বিমুক্ত জীবনে ।
 নাহি ছিল বিবেচনা মনের নয়নে ॥

৩

সতত করিত সাধ কি যেন হেরিতে ।
 ভাবিতাম কি বা যেন,
 ধারণা ছিলনা কোন ;
 কেন উপজিল কিবা, অক্ষুর কোথায় ।
 সলাজে নমিতা লতা তুষিতে সদায় ॥

৪

প্রস্ফুটিত অন্তরালে চারু ফুল কলি ।
 তুলিতে ব্যাকুল মন,
 মনে মনে নিবারণ ;
 হোয়ে রই চাহি তায় লতাও তেমতি ।
 মোহিত সমীর স্পর্শে বদ্ধ মনোগতি ॥

৫

কি যেন বলিব ভাবি না বলিতে পারি ।
 আটকে কে মুখ আসি,
 বিহ্বল মলিন হাঁসি ;
 কই শুনি নাচে হৃদি নাচয়ে ধমনী ।
 কিবা ভাব ভয়ে মুগ্ধ আবার অমনি ॥

৬

বলিব নিশ্চয় করি সেও কিবা যেন ।
 বলিব বলিব করে,
 নাহি পারি নাহি পারে ;
 উভয়েরি কণ্ঠরোধ যেন পুন হয় ।
 ব্যগ্র ইচ্ছা মনে তবু প্রকাশিত নয় ॥

৭

অজ্ঞাতে হৃদয়ে কিবা নব মুকুলিত ।
 মধুর সৌরভে প্রাণ,
 প্রপূরিত মাত্র আণ ;
 তাহাও পূর্ণতা প্রাপ্ত নহেক তেমন ।
 কি বাসনা যেন মনে করে উদ্দীপন ॥

৮

সেই বাসনার শ্রোত ক্রমে প্রবাহিত ।
 হইতে লাগিল বেগে,
 রাখি লাজ বাধা আগে ;
 পার্থিব জগতে জত আছয়ে মধুর ।
 বহিল মানসে স্রধা সলিল প্রচুর ॥

৯

বিকসিত তায় চারু নবীনা নলিনী ।
 হাঁসি হাঁসি ঢল ঢল,
 কভু বা দুঃখ সজল ;
 সরলা মোহিনী-মূর্তি জাগ্রতে নিদ্রায় ।
 কোয়েছি কোয়েছে কত নীরব ভাষায় ॥

১০

নন্দন সৌরভ ভারে অমর সঙ্গীত ।
 কপোত কপোতি বনে,
 বসিয়ে তরু নির্জনে ;
 কত কয় শুনি স্নেহে মুখে মুখ দিয়ে ।
 নাহিক নিবৃত্তি কভু অনন্ত হৃদয়ে ॥

১১

অনন্ত চঞ্চল চাহি, চায় মন পানে ।
 আবার চাহিয়ে থাকি,
 নীরব সতৃষ্ণ আঁখি ;
 নীরবে অক্ষুট হাঁসি অধরে অধরে ।
 প্রকাশিয়ে পুনরায় মিসায় অন্তরে ॥

১২

জীবন-কাননে নব বসন্ত সঞ্চার ।
 শশাঙ্ক কিরণ ভাতি,
 মলজ্জ্ব কামিনী মাতি ;
 উঠিত অজ্ঞাতে হৃদে উথলিয়ে মধু ।
 লো ! যামিনী জানিস্ ত জান সবি বিধু ॥

১৩

তব হাঁসি মাথা অন্ধে রাখিয়ে হৃদয় ।
 কতবার হেরিয়াছি,
 কত কথা ভাবিয়াছি ;
 এবে মরুভূমি মাঝে দু-পারে দুজন ।
 কোথা আমি কোথা সেই কোথা সে জীবন ॥

১৪

অতল সাগর জলে অয়স্কান্ত মণি ।
 হীন দূর দর্শিতায়,
 কেমনে পড়িল হায় ;
 কি করি তুলিয়ে পুন পরিব গলায় ।
 আশ্ফালে তরঙ্গ আমি একেলা বেলায় ॥

১৫

চিরানন্দে প্রবাহিতা নব স্রোতস্বতী ।

হাঁসি হাঁসি চলে যেতো,

ক্ষণ কত বাধা পেতো;

জীবন-তোষিণী স্রুধা স্বাছু স্রবিমল ।

বাঞ্ছিত পয়োধি হলো বিস্বাছু কেবল ॥

১৬

তরঙ্গ দেখিয়ে কত ভয় হয় মনে ।

নাহি কুল দেখা যায়,

পোড়ে এই বালুকায় ;

ওষ্ঠাগত প্রাণ হায় সদা তৃষ্ণাতুর ।

কোথায় রে আর সেই পীযুষ মধুর ॥

১৭

নিরমল ভালবাসা কেন জানিলাম ।

স্রুধাকর চারুতায়,

কেমনে কলঙ্ক হায়;

রাহু গ্রাসে ঢাকে মেঘ কেন দেখিলাম ।

শেষেতে ঘটিল যদি এই পরিণাম ॥

১৮

ভুবন-মোহিনী রত্ন কেন লভিলাম ।

বিদগ্ধ জীবন মন,

মম জীবনের ধন ;

ভুজঙ্গ মস্তক-মণি, কেন পাইলাম ।

তাতেই বিষাদ হয় এই পরিণাম ॥

১৯

গরজিছে মম পানে চাহি বারবার ।

দংশিবে কি করি কিসে,

জ্বালাইবে কিসে বিষে ;

চিন্তিছে স্র যোগ তার নাহি ভাবিলাম ।

দুরাদৃষ্ট ক্রমে শেষে এই পরিণাম ॥

২০

তাতেও নাহিক খেদ ওলো প্রিয়তমে !

অবিচল প্রেম প্রিয়ে,

দেখাই চিরিয়ে হিয়ে ;

যেন রহে সেই ভাব এই মনস্কাম ।

না ভাবি বিষাদ দুঃখে এই পরিণাম ॥

২১

হোক্ দন্ধ এ হৃদয় কিছু দুঃখ নাই ।
 তুমি থাকিলেই স্মৃতি,
 আমি স্মৃতি শশীমুখি ;
 প্রেমের প্রতিমা আর নাহি হেরিলাম ।
 সেই দিন ভিন্ন যাহে এই পরিণাম ॥

আক্ষেপ ।

১

ঢাকা ঘোর ঘন জালে এক ধার,
 অচঞ্চল ভাবে স্থির অন্ধকার,
 বহিতেছে বায়ু কিন্তু নাহি তার ;
 সাধ্য সে তিমীরে উড়াতে ।

২

অন্য দিকে শশী শোভিছে গগনে,
 মনোহর নব রূপের কিরণে,
 নিজ মনে নিজ বিমান প্রাপ্তনে ;
 রয়েছে প্রমোদ স্মৃতেতে ॥

৩

ক্রমে ক্রমে মেঘ নিলীমা আকার,
 প্রকাশিবে কোথা স্মৃতিতারা তার,
 স্মৃতিতারা বুঝি উদিবে না আর ;
 এই তম নিশা থাকিতে ।

৪

বাহা হোক ওই গগন-সুন্দরী,
 মন্থন-মোহিনী কল্পনা-কুমারী,
 ভাবিয়ে উঠিছে বাসনা লহরী ;
 কে পারে স্বভাবে রোধিতে ॥

৫

সাধ মনে মনে একবার যাই,
 মনের দুরাশা মনেতে মিটাই,
 কেমনে দুরাশা বলিব বা তাই ;
 করতলে করতলেতে ।

৬

নহে এক বর্ষ নহে এক দিন,
 এই রূপে কত বর্ষ কত দিন,
 এখন সকলি হয়েছে বিলীন ;
 করাল কালের গতিতে ॥

৭

ধরেছ কলঙ্ক, হৃদয়ে তামসী,
চিরতরে চিত করিয়ে উদাসী,
ভালবাসা রীতি এই কি প্রেয়সী ;
কতকাল হবে সহিতে ।

৮

থেকে থেকে আশা বিমান-মোহিনী,
অনন্ত তিমীর উজ্জ্বল কারিণী,
সব আলোকিয়ে পুনঃ প্রমোদিনী ;
আবার মিসায় চকিতে ॥

৯

তব সে কলঙ্ক মম এ আঁধার,
প্রকাশে উজ্জ্বলি ভাবি একাকার,
উজ্জ্বলে কলঙ্ক ঘনে চিন্তাভার ;
তোমার সে ভাব এ চিতে ।

১০

কিছুই কিছু না ভালবাসা আর,
ভালবাসা আশা ভালবাসা সার,
আবির্ভাব স্বর্গ স্তম্ভ সারাসার ;
নাহি দুঃখ কভু যাহাতে ॥

১১

নিরমল প্রেম অপার্থীব স্থখ,
উপজিল তাহে কেন হেন দুঃখ,
ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ প্রেমনদী মুখ ;
বিশুদ্ধ পর্বত আঘাতে ।

১২

মূল প্রস্রবিণী অবরুদ্ধ দ্বার,
কেমনে বহিবে জল ঝরনার,
আছে দাঁড়াইয়ে বিষম পাহাড় ;
সন্মুখে অবলা নাশিতে ॥

১৩

বদ্ধ-প্রেম বেগ না বহি প্রবাহে,
মরমে মরমে গুমরেতে বহে,
গতি শুদ্ধ বটে প্রেম শুদ্ধ নহে ;
সতত অন্তর মাঝেতে ।

১৪

বাহিরে পাহাড় হেরি ভয় মনে,
নাহি অন্তরালে বুঝিও পাষাণে,
প্রেমনীর বিন্দু এ ভয় কারণে ;
সদা ভয় মনে হেরিতে ।

১৫

কি করি পাইব যাইয়ে তোমায়,
এড়াব কি করি এ কলঙ্ক দায়,
হারালেম কেন প্রেম প্রতিমায় ;
কি হলে না পারি বুঝিতে ।

১৬

কে আসি আমারে বিষাদ করিয়ে,
চিরস্থখ আশা দিল বিনাশিয়ে,
কলঙ্কের ভয়ে প্রেমে বিসর্জিয়ে ;
রহিতে হইল জগতে ।

বঙ্গকামিনী ।

১

বিকাশ উন্মুখ বরাঙ্গ লীলা ।
প্রফুল্লিত চারু পীযুষ রাশি ॥
চারুক্ষিত কুচ নবেন্দু আভা ।
অবিন্যস্ত কেশ নিতম্বস্পর্শী ॥—

২

চারু নীলাম্বরী চম্পক বর্ণ ।
বিকাশিত নিম্নে শশাঙ্ক ভাতি ॥
ঘম স্তশোভিনী প্রমত্ত চিত্তে ।
খুলিত স্বর্ণ মেঘান্তরালে ॥

৩

অধর রঞ্জিত তাম্বুল রাগে ।
 সদা অক্ষুরিত নিবন্ধ হাঁসি ॥
 দেহ অলঙ্কার মৃদু নিনাদে ।
 মানস বিমুক্ত মোহিত মোহে ॥

৪

চির সাধ বেশ বিন্যাস ত্যেজি ।
 কভু শূন্য মনা বৈধব্য ক্লেশে ॥
 সুখ প্রদীপ নির্বাপিত শিখা ।
 কাল দুর্গাবার ভীম অনীলে ॥

৫

নিরাশ ব্যঞ্জক চঞ্চল আঁখি ।
 দুঃখ-নীরে পূর্ণ হুতানু রাগে ॥
 সদা স্নেহ শিক্ত সলজ্জ আস্য ।
 উষাস্ফুট পুষ্পে নীহার বিন্দু ॥

৬

বিরহে বিচ্যুতা ব্রততী সমা ।
 বিষাদে বিশীর্ণা পতিতা ভূমে ॥
 প্রিয় প্রেম পবিত্র সুধা বিনে ।
 দহে শিমন্তিনী পাপ নিদাঘে ॥

৭

যত কুলাঙ্গার মূঢ় সমাজ
করিছে বিদগ্ধ রমণীগণে ।
ছলনা বন্ধনে ক্রমে ক্রিষ্ট ধর্ম,
পারিজাত নন্দন হীন ভাতি ॥

৮

ওহে সর্ব্বময় অচিন্ত্য নাথ
কেন সৃজ নারী বাঙ্গালি গৃহে ।
জ্বলিতে অনন্ত জীবন ভরিয়ে,
হতাশ বৈধব্য নিরাশ প্রণয়ে ॥

দাম্পত্য প্রণয় ।

১

জীবন কাননে দুটি প্রফুল্ল প্রসূণ ।
এক বৃন্তে, হৃদে পূরি পূত পরিমলে,
বাসনা বিমল আশা উভয়ে সমান ;
পরস্পর তুষিবারে সতত ব্যাকুল ।

৬

এক প্রাশ্রবিণী হোতে দুই প্রেম-নদী,
 প্রথমে শঙ্কোচ গতি ক্রমে পরিশর,
 অনঙ্গ আবেশে অঙ্গ শ্লথ নব ভাবে—
 অনন্ত তৃষিত চিত অনন্ত সলীলে ;
 সাগর উদ্দেশে তাই করিছে গমন ॥
 ভালবাসা পারাবার পাইয়ে করেতে—
 উথলে উচ্ছ্বাসে নীর প্রণয় প্লাবন,
 ভাষায়ে বিষাদ ক্লেশ চিন্তা দুঃখ আদি ;
 যতই পেতেছে করে বাড়ে তত আশা ।
 নিরাশ কাহার নাম জানে না কখন,
 সম্মুখে অনন্ত নীর প্রণয় সাগরে ।
 পীযুষ আধার চারু যামিনী-ভূষণ,
 লইয়ে একটি তারা অমূল্য রতনে ;
 হেঁসে হেঁসে প্রেমাবেশে করে অভিনয়,
 বিমান প্রাঙ্গণে ধরি সোহাগের করে ॥
 সমীরণ কুসুমের স্রবাস গ্রহণে
 মোহিত করিয়ে মন বহে অনুক্ষণ,
 সতীত্ব সৌরভে ফুল্ল প্রেম সরোজিনী ;
 না রহে গোপন কভু নিরমল গুণে ।
 উদাহ কলিকা, কালে হয়ে প্রস্ফুটিত,

হৃদয়ে বাসনা, চাহি প্রাণ-পতি মুখ—
 রত আজীবন দানে প্রেম স্খারসে ।
 সরমে মাখান হাঁসি স্ফুরিত অধর
 কামিনী কোমল কান্তি প্রেমের প্রতিমা,
 চারু রূপ সৌদামিনী আবরি অম্বরে ;
 মম্বথ বিলাশ দেহ করিতে রক্ষিত,
 অন্য পক্ষে, বিনে সেই প্রিয় প্রাণাধার ॥
 মানস কক্কশ ছল নীচ বৃত্তিচয়ে ।
 যাদের গঠিত কভু তাহাদের মাঝে ;
 নাহি উপজয়ে প্রেম স্খারস-খনি,
 অনন্ত জীবনে ভালবাসা নিরমল ।
 পূরিতে নবীন রসে হৃদয় ভাণ্ডার—
 বালু পূর্ণ মরুভূমে কখন কি বহে,
 স্বাদুনির ধারা তৃপ্তি তৃষা নিবারণে ;
 সহ নব মোহাগিণী নব কমলিনী,
 বিমল অমৃতে মাখা সলাজ বদন ।
 অস্ফুট উষায় নব ভানুর আদরে
 প্রস্ফুটিত প্রেমনীরে, অনল শিখায়,
 বিষম উদ্ভাপ সহি কলিকা কালেতে ;
 অকালে স্খায় প্রাণে অমনি তখনি,

সূধা প্রবাহিনী গন্ধ কেমনে বহিবে ।
 মোহিতে মোহিলা মন প্রণয় আধারে
 স্নেহ-নীরে করি দ্রব নিরেট পাষণ,
 যাহাতে কোনই চিহ্ন না হয় অক্ষিত ;
 তীক্ষ্ণ লৌহ অস্ত্র বিনে, কি করি তাহাতে,
 কোমল কুসুমে গড়া কুসুমেশু বাণ !
 কুটীল দুর্ভেদ্য বন্ধ করিবে মন্থন ॥
 বিফল প্রযত্ন চেষ্টা বিফল প্রয়াস
 ভূষিতে হৃদয় মন পবিত্র পীযুষে,
 উপর স্নগন্ধ বায়ে মধু প্রমোদিনী !
 বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময়ী সূচারু কুসুমে,
 অন্তর মাঝারে যার দুষ্ঠ কীট পোরা ।
 স্বভাবতঃ গোলাপের যদিও কণ্টক,
 দেখিতে সূদৃশ্য, সূধা বাসে অনুপম ;
 কোমল চারুতা মাথা পরিপূর্ণ মধু ॥
 কাঁটা দেখি যত্ন করি লইলে করেতে,
 মোহিত করিবে মন নবরস দানে ;
 কিন্তু সেই গোলাপের মোহিনী মাধুরী,
 হেরিয়ে ব্যাকুল মনে লভিতে ছরায় ;
 ফুটিবে কণ্টক, জ্বালা হইবে বিষম ॥

সেইরূপ কামিনীর সরস প্রণয়ে,
 যদি চ বিষাদ-কাঁটা ঘেরা চারিধার ;
 তৃণবত তুচ্ছ জ্ঞান করি সেই দুঃখ,
 হৃদি পূরি লভিবারে নব পরিমল ;
 বাড়ে আশা ক্রমে আরো নব নব ভাবে ।
 উভয় মাঝারে যদি উপজে বিষাদ,
 উভয়ে সমান দুঃখী উভয় কারণ ;
 প্রিয়া প্রিয় সমরূপ উভয় সমীপে !
 কিছুতেই ভিন্ন ভাব নহে ক্ষণকাল,
 উভয়ে উভয় চিন্তা কেবল সম্বল ॥

ভারতের দুঃখ ।

১

হে জলদ কেন আজ হইলে উদয়
 নিবীড় তমিশ্রা মাখি দুঃখিনী ভারতে ॥
 চিরতম অন্ধকারে,
 মনান্তরে মতান্তরে,
 সয়েছি অশেষ দুঃখ না পারি সহিতে ॥

২

ভীষণ দুর্ব্বার বেগে কত শ্রোতস্বতী
হইয়াছে প্রবাহিত হোতেছে এখন ।

উরস বিদীর্ণ করি,
বিষাদ লহরী পুরি,
মস্তকে হিমাদ্রী ভার দাসত্ব জীবন ॥

৩

নাহি আর স্মৃতিসাধ গিয়েছে মিটিয়ে ।
জীবনে জীবনি শক্তি নহে বহমান ॥

এবে কাপুরুষ ষত,
নারী হয়ে নারী রত,
কি ভাবিছে কি করিছে নাহি অপমান ।

৪

কল্পিত কি ভয়ে যেন সতত মানস ।
তোষামোদ অশ্রুজল বীৰ্য্যে পরিণত ॥

নাহি সে ঐশ্বর্য্য খনি,
সতত দুর্ভিক্ষ্য ধনি,
পদে পদে স্লেচ্ছপদ আঘাতে দলিত ।

৫

সুন্দর স্মরণ কোথা সেই আৰ্য্যজাতি,
 যাহাদের পাঞ্চজন্য পৃথিবী ত্রাসিত,
 অকালে বিলীন হয়,
 অমানুষি কার্য্যচয়,
 অমর অক্ষরে সব রয়েছে চিত্রিত ।

৬

দেখিয়ে কি ফল তাহা বাজিবে হৃদয়ে,
 বরং জন্মান্ত হওয়া সৌভাগ্য দর্শন,
 মনের সকল আশা,
 কেবল জীবন নাশা,
 হেরি ভয়ে ভাবি স্থথ—সকলি স্বপন ।

৭

এততেও মনক্ষেত্র রয়েছে উর্ব্বরা,
 চিন্তিছি কিরূপে তাহা হইবে বিনাশ,
 গিয়েছে সে বীর্য্যবল,
 কেবল জ্ঞানকৌশল,
 হরিলে তাহায় রবে চিরাপদে দাস ।

৮

উন্নতি-কুসুম কভু শূন্যে মুকুলিত,
 কাল্পনিক দুরাশায় সফল ফলিয়ে,
 কে যেন কোথায় হ'তে,
 বিষবারি ঢেলে তাতে,
 সমূলেতে একেবারে দেয় বিনাশিয়ে ।

৯

তথাপিও নাহি তাতে ঘৃণার উদয়,
 জঘন্য কেরাণীগিরি আছে যত দিন,
 হংসপুচ্ছ বলবান্,
 জিহ্বা দুর্জয় কামান,
 শ্বেদসহ মসী যুদ্ধে হবে সমাশিন ।

১০

সর্ব শক্তিমান্ নাথ বল কি কারণে,
 চারুতম অলঙ্কারে করিলে ভূষিত,
 দুর্গিবার দুঃখ দাহে,
 সতত অন্তর দাহে,
 অনন্ত তুহিন পাতে করিলে আবৃত ।

১১

মরিচীকা ছলনায় তুষিত না হয়,
চৌষটী রোরব করে করি প্রপীড়িত,
দুর্বল পতঙ্গ জাতি,
রবে কি আমোদে মাতি,
স্বজিয়াছ অনলে কি করিতে পতিত ।

১২

ফাটিছে হৃদয় দুঃখ বলিতে আমার ।
না পারি কহিতে ভয়ে মনের বেদন,
অতিক্রমি সিন্ধুবারী,
জননী ভারতেশ্বরী !
না যায় লগুনে, মিছে ভারত রোদন

কেন রে সেথায় ।

১

কেন রে সেথায় হেন সর সোহাগিনী,
প্রপূরিত পরিমল—
লাজমাখা অবিরল ;
সদা ত্যক্ত ভেক-রবে পঙ্কজ-শায়িনী ।
কণ্টক মৃণালে বাঁধা,
বৃথা তৃষা আশা স্রুধা ;
অযত্নে মলীনা তবু ভুবন-মোহিনী ।
শৈবালে আকির্গা, ভীতা দিবস যামিনী ॥

২ .

কেন রে সেথায়, হায় সেই বিহঙ্গিনী,
 নিদয়ের অবরোধে—
 পিঞ্জরে বসিয়ে কাঁদে,
 পাপিষ্ঠ মার্জার ভয়ে আকুল পরাণী !
 সতৃষ্ণ নয়নে চায়,
 না মিটেও, মেটে তায় ;
 আছে পক্ষ, আছে মন তথাপি বন্দিনী ।
 কি বুলি বলিবে আর নাহি কিছু শুনি ॥

৩

কেন রে সেথায় হেন স্থির সৌদামিনী ।
 হেমপ্রভা অচপল,
 তমদীপ্তি সমুজ্জ্বল—
 চকিতে নেহারে ভয়ে পাছে বা অশ্বনি,
 করি অগ্নি উদগীরণ,
 জ্বলাইবে আজীবন ;
 ভয়ঙ্কর রবে ঘন করে ঘন ধ্বনি ।
 নিরাশ অনলে জ্বলি লুকায় অমনি ॥

৪

কেন রে সেথায় হেন বাসন্তী প্রসূণ—
 নধর যৌবন কালে,
 প্রেমমুগ্ধা অন্তরালে ;
 অধীরা কণ্টকাসনে বিহীন যতন ।
 যুগ্ম স্নিগ্ধ গন্ধবয়,
 অন্তর অন্তরে লয় ;
 রুখা সূখা উৎস, হায় কণ্টকী-কানন ।
 চাহিলে উপরে শূন্য, শূন্য দরশন ॥

৫

কেন রে সেথায় মম দুর্লভ রতন ।
 বিরলে নির্জনে বসি,
 আকরে সৌন্দর্য্য বাসী ;
 জ্বলিছে তমিশ্রা মাঝে বেড়া প্রহরণ ॥
 কভু আসি আসি বিষ,
 করে ছুষ্টি, ঢালে বিষ ;
 কঠোর স্বাশন সহ করিছে রক্ষণ ।
 বিদরে তাড়নে হৃদি কে বোঝে বেদন ॥

৬

কেন রে সেথায় হেন গগন স্তম্ভরী !
 জলদ কুঞ্চিত বেণী,
 অনন্ত পীযুষ খনি ;
 অবগুণ্ঠিত হায় অন্ধরে আবরি ॥
 কোমল সরল মতি,
 মোহাগের প্রতিকৃতি ;
 বিধাতার কারু কার্য্য ভাসে শূন্যোপরি ।
 রয়েছে ভীষণ রাহু দুরন্ত প্রহরী ॥

৭

কেন রে সেথায় মম প্রেমের প্রতিমা ।
 বসিয়ে মলীন মুখে,
 দহিছে বিষম দুঃখে ;
 স্তম্ভাল লতীকা যেন ছত্যাশে নীলিমা ।
 বাসনা সরসে ছুটী,
 নলিনী রয়েছে ফুটি,
 কেমনে হেরিবে পূর্ণ প্রণয়-চন্দ্রিমা ॥
 দূরে থাক স্তম্ভাকর,
 যে দুরন্ত ভয়ঙ্কর ;
 মেঘে আবরিত চির, শারদী পূর্ণিমা ।

৮

হেরিলাম কেন, চিত আকর্শিল হায়—

হইলাম প্রেমাধীন,

হৃদয়ে হৃদয়ে লীন ;

ধন, মান, যশ লিপ্সা'অরপিনু তায় ।

স্বথ স্বপ্ন, ভালবাসা,

কত কি বলিব আশা ;

পুলকে সতৃষ্ণ আঁখি যেন কিবা চায় ।

চঞ্চল হৃদয়ে যন্ত্র, কেন রে সেথায় ॥

এখন কোথায় ।

১

জীবনের সহচরি হৃদয়বাসিনী—

সরলতা দিয়ে মাথা,

প্রণয় তুলিতে আঁকা,

স্বঠামা নয়ন মরি নবীনা নলিনী ;

সোণার তবকে গাঁথা,

কুসুমিতা নব লতা,

এলাইত বায়ুভরে মানস-তোষিণী ।

কোথায় এখন সেই বিনোদ কামিনী ॥

২

প্রাসাদ উপরে—

ধরিলে সরোজ নাথ প্রশান্ত কিরণ,
 বসিয়ে মুকুরে লয়ে,
 নিজ রূপ নিরখিয়ে;
 তরল বিদ্যুৎ হাঁসি, ভাসিত বদন ।
 গোপনে মোহিয়ে যেন,
 হইত রে বিস্মুরণ ;
 এখন কোথায়, সেই মধুর স্বপন ॥

৩

লইয়ে চিরুণি—

রঞ্জিয়ে টাঁচর কেশ গাঁথিতে বিনান,
 পরচূলা মুখে লয়ে,
 স্ববর্ণ অঙ্গুলিচয়ে ;—
 নাচাইয়ে ধীরে, কাড়ি লইতে পরাণ ।
 স্ত-ক্ষীণ বিনাশ কুটি,
 হীরক ফলকে ছুটি ;
 কুসুমেষু সন্মোহম কুসুমে সাজান—
 চারু পয়োধর হেরি আবার অজ্ঞান ॥

৪

গবাক্ষ নিকটে—

দাঁড়াইয়ে প্রতিদিন হেরিতাম হায়—

মুখশশী স্তবিমল,

রচিত চারু কুন্তল ;

নব কিসলয় দাম নিতম্ব নিলয়,

পরিমল স্তবাসিত,

নব রস প্রপূরিত ;

তনুকোলে শর সহ অনঙ্গ ঘুমায় ।

প্রতি পদবিক্ষেপেতে আশ্ফালে হৃদয় ।

৫

কখন বসিয়ে—

লইয়ে প্রসূণরাজি করে একত্রিত,

গুরুজন পূজাতরে,

সাজাইতে ধরে ধরে ;

এক দৃষ্টে রহি চেয়ে হইয়ে মোহিত ।

ঈষদ আমার পানে,

চাহিয়ে ঘোমটা টেনে ;

রহিতে ক্লেণেক পুনঃ যেন রে চকিত ।

আন ছলে দৃষ্টি মরি প্রণয় পূরিত ॥

৬

ঘষিতে চন্দন—

প্রমোদিত লতাকুঞ্জ শারদী প্রদোষে—

বিমুদিত কলিকারে,

ফুটাইয়ে ধীরে ধীরে ;

নাচে যথা দোলাইয়া সমীর পরশে ।

নাচে কলি নাচে লতা,

নাচে ফুল নাচে পাতা ;

বিস্তারি সৌরভ প্রেম বাসনা আবেশে ।

হরষিত কভু ছাড়ি দুঃখ দীর্ঘশ্বাসে—

৭

নাচাইতে মরি ।

লাজমাখা ক্ষীণ তনু, প্রতি সঞ্চালনে,

কত কথা উঠে মনে—

কল্পনা আশার সনে,

ঘোবন মুকুল নব রূপের কিরণে ।

হেরি হয়ে বিমোহন,

প্রণয়ের সম্মিলন ;

প্রত্যক্ষ দেখি রে যেন মানস নয়নে—

কেন স্নখ ভগ্ন পুন আঁখির মিলনে ॥

৮

যখনি হেরেছি,
 যে কায়ে তোমায় প্রাণ ! যে ভাবে যেখানে ।
 নন্দনের সপ্নস্বপ্ন,
 আনন্দে নাচিত বুক ;
 বলিব হৃদয়াবেগ, সনত্র বদনে—
 অমনি যাইতে আড়ে
 আবার আসিতে ফিরে,
 নিরবে পীযুষ শ্রোত ছুটাতে জীবনে ।
 অন্তরালে পরকাশি, এবে কোন স্থানে ॥

৯

কোথায় এখন—
 গিয়েছ ত্যজিয়ে মোরে, ওলো আদরিণী ।
 তুমি বিনে অভাগার,
 কে গোছে নয়নাসার,
 দুর্নিবার দুঃখ দাহে সতপ্ত পরাণী
 বল আর কত দিনে,
 আসিবে পুনঃ এখানে,
 না হেরে তোমায় নাহি জীবনে জীবনী—
 কোথায় এখন বল জীবন-তোষিণী ॥

৮

কেমনে অঙ্কিত ।

১

কেমনে অঙ্কিত

কিশোর কোমল সেই হৃদয় দর্পণে ।

গভীর স্মৃতি রেখায়,

অজ্ঞাত, অজ্ঞাতে হায়,

এক ভাবে এক মত

রহিয়াছে অবিরত

সলাজ বাসনা গাথা বিনোদ বদন ।

আদরেতে ভাসা দুটি স্তূটানা নয়ন ॥

২

কিসের অঙ্কুর

জানিনে কি হবে তাতে প্রণয় ক্ষেত্রেতে ।

কিবা ফল কিবা ফুল,

কি ভাবে কোথায় মূল,

হেরি নব পল্লবিত

আশায় মোহিত চিত

কুসুমিতা স্থধা উৎস ছুটাবে যেমনি ।

বিষাদ পবন ভরে ভাঙ্গিল অমনি ॥

৩

কি আর বলিব,
 দহিয়া দহিয়া নব রূপের কিরণে
 দুর্বল পতঙ্গ মম
 সহিচ্ছায় নিমগন
 নিরাশ অনলোপরে
 সতত জ্বলে অন্তরে
 রয়েছে দাহিকা-শক্তি নাহি জানি তায় ।
 নির্ঝাপিতে আঁখিনীরে, বিফল চেষ্টায় ॥

৪

প্রেম রঙ্গভূমি,
 প্রথমে আবৃত ছিল লাজ আবরণে ।
 কি হইবে অভিনয়
 সূধা কি গরলময়
 সর্গীয় সঙ্গীত কানে
 বাজিল মধুর তানে
 একবার আশা মনে করি বিমোচন ।
 সপ্ন স্থখে হেরি চারু নন্দন কানন ॥

৫

নয়ন ভরিয়ে,
 হেরিতে কতই শ্রোত উঠিল হৃদয়ে ।
 এই ভাসে জায় জায়
 লাজ পরিণাম ভয়
 আবার সে ভয় লাজ
 আশা বিজলীর মাঝ
 ক্ষণে পুনঃ প্রকাশিয়ে মানসে মিসায় ।
 যেমনি বাসনা তুলি অমনি উদয় ॥

৬

ক্রমে ধিরে ধিরে,
 উন্মুক্ত হইল স্বথ সরগ দুয়ার ।
 হাঁসি হাঁসি পরকাশি
 সুরবালা স্বধারাশি
 উছলি উছলি পরে
 পারিজাত নব থরে
 অনঙ্গ আবেশে ভাসে অনঙ্গ মোহিনী ।
 রয়েছে বশন্ত, চির-লতা স্পোভিনী ॥

৭

স্বাস লহরী,
ছাড়াইছে চারি ধারে মলয় পবন ।

পিক বধূ মন খুলে
অমিয় মাধুরী তুলে
বসি কুঞ্জ নিরজনে
বিমুক্ত করিছে গানে
কুসুমের ধনু ধরে আপনি মদন ।
ষড়রাগ ঋতু সহ সদা অধিষ্ঠান ॥

৮

লোলুপ মধুপ,
নিরমল নব প্রেম, বসন্তের ফুল ।
কচি কচি পাতা ধারে
নবীন কলিকাপরে
একবার মুক্তান্তরে
আবার যাইছে উড়ে
প্রণয় সঙ্গীত-স্বরে তুমি কভু মন ।
নীরব সর্গীয় ভাবে বিভোর কখন ॥

. ৯

দেখিতে দেখিতে,
 অকস্মাৎ যবনিকা হইল পতিত ।
 ছিন্নভিন্ন অঙ্ককার
 ভগ্ন গীত যন্ত্র তার
 লুকাইল সুরবালা
 ছিন্ন প্রেম-ফুলমালা
 জানে না এ কি হইল ভাবিয়ে না পাই ।
 হতাশে আকুল চিত চারিধার চাই ॥

১০

সম্মুখে আবার,
 সর্গীর কলঙ্ক যত দৈত্য কুলাঙ্গার ।
 পিচাস রাক্ষসী দল
 করে কত কোলাহল
 নব নব স্রুথাগার
 ভাঙ্গি করে চুরমার
 উপাড়িয়ে পারিজাতে, নন্দন-কানন ।
 ভাঙ্গি শোভা করিল রে বিকট দশন ॥

১১

সেই প্রেতভূমে,
জীয়েন্তে মৃতের প্রায় রহিয়াছি হায় ।
সর্বদায় পিচাসিনী
বহুরূপ মায়াবিনী
করিছে চিৎকার কত
দহি ছুঃখে নানামত
একি ব্যবহার রীতি না পাই ভাবিয়ে ।
শুনিছি হতাশ প্রেমে নিরব হইয়ে ॥

১২

একি রে নেহারি,
এখন সে সুখময় প্রমোদ কাননে ।
কোথা বীণা বেগুধ্বনি
কোথা সুর-সীমন্তিনী
কোথা পারিজাত সুধা
কোথা সেই আশা ক্ষুধা
কোথা সে সরস হৃদি বিষাদে বিরস ।
কোথা পিক-বধু ডাকে কর্কশ বায়স ॥

. ১৩

শুনিতে শুনিতে—

বধির হইল কণ্ঠ দুঃখে দন্ধ চিত ।

তথাপি স্নেহের আশা

তথাপি সে ভালবাসা

তথাপি কল্পনাবলে

ধরি শশী করতলে

গাঁথিয়ে তাবার মালা প্রণয়ের হার ।

পরহীতে চাহি স্নেহে গলায় তাহার ॥

১৪

আমি আছি কোথা,

কত দূরে কোথা শশী কলঙ্কে ভাসিছে ।

প্রতিবিন্দু হেরি তার

ডুবি নিরে, অন্ধকার,

চাহিলে নাহিক শশী

চারিধারে জলরাপি

আরোও আবর্ত কত উঠিল তাহার ।

পরিণামে কি হইবে কোথা হবে লয় ॥

১৫

কি ভয় কুটিলে ।

কখনই একবার নাহি ভাবি মনে
 দেখাত গিয়েছে তীর
 হবেনা ছাড়ি বাহির
 নাহি ক্ষতি হয় হোক
 কি করিবে দেখা যাক
 মিথ্যা উর্ণা গাভ সম খল প্রতারণা,
 কি সাধ্য আবারি রাখে সত্য অগ্নিকণা ।

১৬

দোষ নাই কিছু

আমিও নহিক দোষি ওলো প্রিয়তমে !

বুঝিতে নাহিক পারি

কিরূপে কেমন করি,

যত কেন কষ্ট দুঃখে

ভাবি তোরে ভাসি স্থখে,

অস্থি, মজ্জা রক্ত সঙ্গে রয়েছ চিত্রিত ।

বিষাদে বিরামস্থল, না জানি অঙ্কিত ॥

চেন কি এখন ?

১

মনে আছে কি লো আর,
 বসি বসি নিরজনে
 কত ভাব মনে মনে
 মোহাগে গলিয়ে নব প্রীতি উপহার
 করিতাম বিনিময়
 উচ্ছ্বাসিত এ হৃদয়
 চাহিয়া চাহিয়া প্রাণ নিরবে আবার
 মনে আছে কি লো আর ।

২

অই আকাশের ন্যায়
 অনন্ত অসীম হৃদি
 তায় চাঁদ নীরুবধি,
 ভাসিতি ভাসাতে স্থখে আশা তারাহার
 আঁখি মুদি একবার
 ভাব প্রাণ সেই হার
 পরগলে, দেখিবে লো কেমন বাহার
 মনে আছে কি লো আর ।

৩

এই প্রেম-সরোবরে,
 অনুনয় করে বলি
 চাও প্রাণ মুখতুলি
 আছে যত মলিনতা দূর কর তার
 সেই তব নব করে
 সেই পূর্ণ স্খধাকরে
 নাচুক সরসী লয়ে ঘুচুক আঁধার
 মনে আছে কি লো আর ।

৪

ত্যজি আশা তারাহার
 কোথায় গিয়েছে চলে
 ছিঁড়িয়ে আকাশ তলে
 কি বিবাদে ছাড়ায়েছ সব চারিধার
 বুঝি লো মানসে আর
 নাহি ভাবো সেই হার
 ভেবেছ ফুটেছে ফুল নীহারে নিশার
 মনে আছে কি লো আর

৫

দেখ স্থাইয়া যায়
 দুদিনে বারেছ দল
 নিশা সপ্নে সবি ছল
 কি ছার তুলনা বল হইবে উহার
 দেখ লো আকাশ গায়
 সেই রূপে শোভা পায়
 যেমনি ছড়ান ছিল যেমন আকার
 মনে আছে কি লো আর

৬

কিন্তু এবে প্রতি দিন
 নিরাশার মেঘে ঢাকে
 শূন্য বঁধু হৃদে রাখে
 তেমতি আশয়ে তম বাহিরে তাহার
 যেই হয় অন্তরিত
 অমনি মোহে মোহিত
 কিবা স্থখ বল, এত অনুতাপ যার
 মনে আছে কি লো আর

৭

নিন্দারবি তীব্র করে
 ধাঁধে লো মানস অঁাখি
 তথাপি যতনে রাখি
 তুলিয়ে ছড়ান মালা হৃদয় মাঝার
 নিশা শেষে ঘোর দায়
 চেয়ে চেয়ে প্রাণ যায়
 এক চক্ৰি সহ হায় মিলন উষার
 মনে আছে কি লো আর

৮

পাষণ হৃদয়ে হাসি
 হাসিয়ে, সে রাগ করে,
 জ্বলিতেছ দিবাভরে
 একচক্ৰ পতি দর্শে ভয়ের সঞ্চার
 তাই লো পলাও পুংন
 ভবিতব্যে সন্মিলন
 কি করিব সাধ্য নাই তোমার আমার
 মনে আছে কি লো আর

৯

পূর্ণ ঋতু বসন্তকাননে,
 যে কাঁটায় আছে ঘেরা
 মাঝেতে কামিনী চারা
 আশামাত্র, আশা যাওয়া পথশ্রম সার
 কি করি যন্ত্রণা যায়
 বিষম নিদাঘ দায়
 কোথা জল যুগ তৃষ্ণা রবি আবিস্কার
 মনে আছে কি লো আর ?

১০

যত অন্যান্য কুসুম
 বিপিনে বাগানে আছে
 যাইলে যাহার কাছে
 সমীরণ পরশনে পুংন আর বার
 না ছোট্টে তেমন আশ্রয়
 ভূলাতে ভুসিতে প্রাণ
 ছিল বসন্তের সখা অরাতি সবার
 মনে আছে কি লো আর ?

১১

তব অবিদিত নাই
 এখন তাহাই বলে
 কি কর্কশ স্বর তুলে
 যে করিছে সাধ্য নাই কঁথা শুনিবার
 নীচমনা ক্ষুদ্র প্রাণি
 ভেককূলে করে গ্লানি
 দেশ কাল বিবেচিয়ে নীরবে আবার
 থাকাই উচিত হয়
 জান রীতি সমদয়,
 আশার স্মার নাই হয়েছে আসাঢ়
 মনে আছে কি লো আর ।

১২

যাক্ ও সকল কথা,
 যাহার হৃদয়ে শশী
 সমুদিত দিবা নিশি
 ব্যাপিয়াছে শূন্য বধু এ জড় সংসার
 তোমার পাবার তরে
 দেখে আহা আঁখি বারে
 শূন্যেতে করিছে দুখে করুন চিৎকার
 মনে আছে কি লো আর ?

১৩

চাঁদ চেন কি এখন ?
 সেই যে চলিয়ে গেলে
 আর নাহি দেখা দিলে
 একমাত্র তুমি এই হৃদি অলঙ্কার
 তোমায় না হেরি হৃদে
 যায় বিভাবরি খেদে
 ভালবাসা বিরহেতে বাড়ে অনিবার
 হ্রাস বৃদ্ধি স্বভাব তোমার ।

১৪

পূর্ণতায় পূর্ণাবেশে
 নব প্রেম পূর্ণিমায়
 সে পূর্ণ মাধুরি হায়
 নবীন যৌবন রুচি আভাস মায়ার
 মাখা সেই সরলতা
 এখন দেখিব কোথা
 তরল চঞ্চল হৃদে কলঙ্ক প্রচার
 মনে আছে কি লো আর ?

১৫

তাই কি লো পূর্ণিমায়
হইলি যে অন্তরিত
শুনিতে অমিয় গীত
অমর সদনে নাহি ফিরিলে আবার ;
যাইলাম পাছে পাছে,
গেলে প্রাণ কার কাছে,
নাহি হেরি অন্তে, সীমা ভীম পারাবার,
মনে আছে কি লো আর ?

১৬

হয়ে রাহু হস্তগত
আছে কি লো বরাননে
সে কোঁমুদী হাসি মনে
ভালবাসা প্রপূরিত স্খার আধার ;
চিনস্ কি ? ওলো
শূন্যে শূন্যে শূন্য বঁধু
কতকাল রবে প্রাণ বল একবার
মনে আছে কি লো আর ?

এত দিন পর ।

১

এত দিন পর
আসি দেখা দিলে শশী বিমল বিমানে,
কোথা কচি.মুখে হাঁসি
সরল কোমুদী রাশি,
তরল প্রণয়ময় কোমল অন্তর
কোথা স্মৃধার আকর ।

২

রয়েছে সকলি,
সময় অভাবে আমি পাই না দেখিতে,
ঢাকি তনু নীলান্বরে
অবরোধে থাক ঘুরে
বাসনা আছে কি নাই কি দেখে ভুলিলি
গেলে হেথা হতে চলি

৩

দেখায়ে আমায়
অনন্ত আঁধার সেই ঘোরা নিশিথিনী ;
হলে হলে অদর্শন
অস্থির করিলে মন
জেনেছি থাকিবে, থেকে আশার আশায় ।
স্বধু মরি দুজনায় ।

৪

যত দিন ছিলে
নিদয় ভানুর ভয়ে সদা ত্রিয়মানা ;
খুলিতে না স্বেধাকর—
মধুর কুসুম ধর .
এক বস্ত্রে মরি দুটি সৌরভে উথলে
কলি হৃদয় বিরলে

৫

আপনা আপনি
ফুটিত তোমার কর নাগিয়ে সেখানে
আবেশে পূরিত মন
করে কর সন্মিলন
ভাবিতে, দেখিতে, ভাবি সেই দিনমনি,
আশা মিটিত অমনি ।

৬

সন্মুখে যখন
কেমনে করেতে কলি হবে বিকশিত
বরং রবির করে
স্বথাবে দুদিন পরে
তনু কান্তি কিশলয় নবীন চিকণ
বিনে জীবনে জীবন ।

৭

অদৃশ্যে তাহার

স্বথের সাগরে ভাস হাঁসি হাঁসি মুখে

কখন লুকাও পুনঃ

লাজে, সাথে দরশন

কর করি, উচ্ছ্বাসিত প্রেম পারাবার

কেন, কি দুখে আবার ।

৮

বিমান স্নন্দরী

শূন্যে শূন্যে আছ বলি বিষণ্ণ অন্তরে

সতত অস্থির মতি

চঞ্চল অস্থির গতি

মনে যেন কত শত চিন্তার লহরী

ভাসে বদন উপরি ।

৯

ভাবিতে ভাবিতে

অচঞ্চল স্থির ভাবে পড়েছে নীলিমা

তথাপি রূপের জ্যোতি

কোটি কহিনুর ভাতি ।

নিয়তি নিয়মে বাঁধা সবাই জগতে

হয় হাঁসিতে কাঁদিতে ।

১০

তব প্রিয় সখি
সহৃদয়া স্বর্ণময়ী নলিনী রূপসী,
ভ্রমরে আকুল করে
রেখেছে হৃদয়ে ধরে
প্রেমে বাঁধা সদা অলি নয়নে নিরখি
কেন কিসে অধোমুখি ?

১১

বুঝিয়াছি প্রাণ
স্রীজন স্বভাব ঈর্ষাবশ হেতু মনে ;
ভেবেছ বিফল আশা
বুথা আর ভালবাসা
হিতে হবে বিপরীত এই অনুমান
নহে উচিত বিধান ।

১২

যদিও তোমায়—
অলির মিলন কালে হেরিলে তাহার
হয় বটে শুষ্ক হাঁসি,
কি ভাবে, যেন উদাসী,
স্ফারিত নলিনী আঁখি, ইষদ চিন্তায়
গ্লান হৃদয়ে জানায় ।

১৩

বিরাগে কি হবে,
 অনন্ত যৌবন তব পূর্ণ চিরস্বধা
 ঝরেছে নলিনী দল
 হীনকান্তি পরিমল,
 অলির তো আছে পাখা ইচ্ছায় উড়িবে,
 পুনঃ গোপনে ফিরিবে ।

১৪

অচল নলিনী
 যুগলে রয়েছে বাঁধা, বুখা সে ভাবনা
 দিবসেই রবি রবি
 নিশাতে প্রণয়চ্ছবি
 হেরিতে কে দৃষ্টিপথ রোধিবে না জানি
 থাক্ দেখিবো তখনি ।

১৫

শুন নাই কানে
 অনন্ত সৌরভী মনমোহিনী লতায়
 আনি এত যত্ন করে
 বাগানে রোপিয়ে পরে
 অনাদরে নাহি রক্ষি গোপাল তাড়নে
 শুষ্ক হয়েছে জীবনে !

১৬

নাহি দিল জল,
এ কথার প্রত্যক্ষতা তুমিও দেখেছ,
নাহি গেল একবার
ফুরাইল অন্ধকার
নীরব রসনা বন্ধ বহিয়ে কপোল
নীর পড়িছে কেবল ।

১৭

হেরি সে মিহিরে
এখন তোমার চারু রূপের কিরণ,
নাহি হয় প্রতিভাত
যেন কিসে সচকিত
বুঝিয়াছি আমি, সবি জেনেছ অন্তরে
দন্ধ হলে পড়ে করে ।

১৮

সেইরূপ ছলি
নাহি করি প্রতিদান ইন্দুনিভাননে
পূর্ণ হবে মন আশে
কিন্মা লো চির নিরাশে
যাইবে জীবন, তব ইচ্ছায় সকলি
যদি ভুলিলি ভুলালি
নতুবা কিছুই নয় সব অন্ধকার
সেই ঘোর অমানিশা অকুল পাথার ।

কোন দ্বীপান্তরিতের বিলাপ।

এই দ্বীপান্তরিত ব্যক্তি কোন গ্রামে এক মধ্যশ্রেণী অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার আলয়েই অবস্থান করে। কিয়দিবস গত হইলে তাহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় ও অনেকের নিকট শুনিতে পায়। এক দিন ঐ যুবকের শ্যালক বধু আসিয়া জানায় “যে অদ্য তুমি সাবধান থাকিও তোমার জীবন বিনাশ করিবে,” তৎপর যুবক শয়ন করিতে গিয়া শয্যাতে ছুরিকা ও স্ত্রীর কটীতে রজ্জু দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিনাশ করে। তথা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য এক গ্রামে এক ভদ্র লোকের নিকট প্রকাশ করায় তিনি ভাবী প্রলোভনে পুলিশের হস্তে যুবককে অর্পণ করেন—

কোন দ্বীপান্তরিতের বিলাপ ।

১

শুন ওহে মহাকায় গভীর সাগর,
কি অনলে অভাগার জ্বলিছে হৃদয়,
স্বহৃদয় মম দুঃখে হইবে কাতর ।
তাতেই সাহস হৃদে হতেছে উদয়
তুমি বিনে কে শুনিবে কে কাঁদিবে আর ;
নাই সে স্রব্বের দীপ গিয়েছে নিবিয়ে
সাধের কুসুমে কীট একি চমৎকার,
দহিছে সতত মন স্মৃতি আশ্রয় লয়ে—

২

অয়ি স্মৃতি ! কাজ নাই বিদূষিত আশে ।
নাশারন্ধ্রে প্রবেশিবে দুর্গ কাঁটচয় ;
মনে নাই সেই দিন ভুলিলে কেমনে
ঘটেছিল একেবারে জীবন সংশয় ।
প্রণয়ে প্রণয় ছাই প্রণয় প্রণয়
দিবা নিশি কেন চিন্তি কেন ভাবি আর ?
ভাবিয়ে অমৃত হায় হলে বিষময়—
সকলি অলিক মাথা সংসার সংসার ।

উখলিল বিরাগের প্রবল জোয়ার
 ভালবাসা তৃণ সম ভাসিল প্রবাহে,
 ভাসিতেছে চেষ্টা করিলাম কতবার
 স্থির ভাবে ধরে রাখি, স্থির নাহি রহে
 প্রবাহে ঢালিয়া অঙ্গ যায় ভালবাসা,
 বাসনা আয়ত্তাধীন বহু দূর নয়
 বিগত সুখের স্বপ্ন ভবিষ্যত আশা
 মানসে অঙ্কিত সবি হয় নাই লয়।

অনন্ত গগণে যেন অনন্ত অক্ষরে
 চিত্রিয়াছে উজ্জলিয়া কহ কি বিধাতা—
 মোহকর প্রতিকৃতি অন্তরে বাহিরে
 দহে অগ্নি সম তারা, হয়ে পরিণেতা
 হলেম হলেম তায় নাহি ছিল ক্ষতি,
 পরগৃহে কেন করিলাম অবস্থান,
 রাখিবে মারিবে তার ইচ্ছাই নিয়তি,
 ইচ্ছাই আদর সুখ মান অপমান

৫

তারে আমি বুঝা ছুঁষি, ছুঁষি এ কপাল
নতুবা কেনই হয় হইবে এমন ;
ছিড়িলাম কেন সেই স্নোণার স্নগাল
ভেবে অলিগতা, হয় স্থখাতে জীবন
কেনই সন্দেহ স্নগা হইল উদয়,
স্নেহ, দয়া, স্থখ আশা হলো অন্তরিত
যখনি প্রবল যেই মনোবৃত্তিচয়
করিলাম তাই কিছু না হয়ে কুণ্ঠিত ।

৬

হয়েছিল হয়েছিল পর প্রেমগত,
এতই কি ছিল ক্ষতি আমার তাহায়,
আছিল আমারি পুনঃ আমারি হইত
শুখালে নদী কি নাহি বাড়ে বরষায় ?
রাহুগ্রস্ত সুধাকর যতক্ষণ রবে
ততক্ষণ থাকিতাম না হয় নিরাশে,
শশী-প্রেমরূপ দৃশ্য হেরি অন্তভাবে
বিমল প্রণয় জ্যোতি কেবা ভালবাসে ।

৭ .

ক্ষণকাল না হউক সেদিনি থাকিল,
 কালে কালে ক্রমশই ক্ষয় ভিন্ন নহে,
 আমি ভাল বাসিলাম সে নাহি বাসিল
 অন্য বাসনার স্রোত সদা মনে বহে,
 আবার প্রণয়-শশী মাধুরী মাখান
 ক্ষয় পেয়ে এসে অমা শুক্রেতে বাড়িবে,
 তার আশা না হইলে আমার সমান
 জানি না কিসেতে আর সে স্রোত ফিরিবে ।

৮

সেই যে ক্ষণেক মোহে মোহিনী মায়ায়
 সে ত নহে ভালবাসা করুক আদর,
 থাকিতে মানসে দেয় হৃদয়ে হৃদয়
 দেখাঝু বনুক যত ছলনা আকর,
 কি সাধ্য বুঝিবো মন আঁধার সেখনি
 পথের ঠিকানা নাই, যাব পাব কিসে,
 গেলেম পেলেম বটে কি হবে সেমনি
 উজ্জ্বল হীরক মাত্র প্রাণ যাবে বিয়ে ।

৯

কি হইবে সেই প্রেমে কায কি কামিনী
 তবু কেন মনে হয় মানেনা সে কথা ;
 নিথর বদনশশী স্নকুঞ্চিত বেণী
 ইষদ হাঁসিতে মরি সৌদামিনী গাঁথা
 অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের উচিত তুফান ;
 কত আশা হত মনে প্রতি পদক্ষেপে
 কোমল ললিতকায় কুস্মে সাজান
 তোলে অন্তে, এ পরাণ কাঁদেরে আক্ষেপে ।

১০

কুস্মের যত্ন হয় সকলে কি জানে
 কোমনীয় দল ছিন্ন হইয়াছে করে ;
 যদিও স্বেচ্ছা বক স্নেহ-মধু বিনে
 তুষিবে না এ হৃদয় বান্ধবে অন্তরে
 পরিণয়-বাগানেতে হয়ে বিকশিত
 স্বর্গীয় অমিয়ে মাখা দেবতা দুর্লভ
 আছিল যে ফুল হয় হইল পতিত
 ঘণিত নরকে পর হৃদয়বল্লভ

১১

একি লজ্জা একি ঘৃণা বলিব কেমনে
 আমারি হইয়া অন্তে বলে প্রাণাধার ;
 প্রত্যয় না হয়, তবে শুনিলাম কাণে
 আমারি ডেকেছে বুঝি আমি ত তাহার
 বলুক করুক নিন্দা যত ইচ্ছা আর
 পরদেষ্ঠা নিন্দুক সকলে,
 সৌরভ পূরিত প্রেম কুসুমের হার
 তুলিয়া পরিব পুন সাদরে এ গলে ।

১৭

কৈ সেই প্রেমহার কে ছিঁড়িল হায়
 কৈ গন্ধ কৈ মধু নাই ত এখন ;
 ভুলিয়াছে একেবারে বুঝেছি আমার
 যারে ভালবাসে সেই করিছে গ্রহণ,
 করিলাম নিবারণ দেখ ঐ পথে
 যেওনা কণ্টকে ক্ষত হবে কলেবর ;
 নাহি শুনি কথা, কোথা যায় কার সাথে
 বেড়ায় কি মনে বেঁধে পাষাণে অন্তর ।

১৩

সাংসারিক কায কর্ম নাহি কিছু আর,
কেবল কার্পেট সূঁচ লইয়া থাকিত,
পড়িত কতই কাব্য অন্যের তাহার
কত বা নোবেল কভু কত কি লিখিত,
কখন কখন আমি নিকটে বসিয়ে
পুস্তক লেখনি সূঁচ যা লইত করে
বুঝিতে চাহিত যাহা দিতাম দেখিয়ে
সর্গীয় স্বপনে ভাসি আশার সাগরে ।

১৪

চরিত্র আদর্শ চিত্র পুন উপদেশ
স্নেহশিক্ত ভালবাসা পূত মন্দাকিনী
তরল মরল গতি সতত মানসে ;
চিরাক্তিত প্রেমহারে শোভে “ এক মণি ”
অয়স্কান্ত কোহিনূর কোথা পদ্মরাগ
কি ছার তাহার কাছে তুলনা কি হয়,
ভোগ করে সুখ দুখ সদা সমভাগ
প্রণয়ির, আছে কত রমণী-নিচয়,

বাহাদের চরিত্রের হয়ে অনুগামী
 অতুলা ভারত-নারী আজও জগতে,
 তারাও জন্মেছে হেথা, মলে পরস্বামী
 রাখিয়া অচল কীর্তি হাঁসিতে হাঁসিতে
 এক চিতানলে ভস্ম হয়েছে পুড়িয়ে ;
 জাননা কি, কত পুস্তকের কত স্থানে
 পড়েছ শুনেছ, তবু দেখিয়ে শুনিয়ে
 ছি ছি এত কুপ্রবৃত্তি ঘৃণা মাই মনে ।

এত বলিলাম হায় হইল বিফল,
 কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি যখন যে ভাবে
 আনন্দে বিষাদে কিম্বা ঔদাস্যে চঞ্চল
 সেও যেন ত্রিয়মানা কতই অভাবে,
 কিসে বিষণ্ণতা ছুর হইবে আমার,
 স্নেহের সময়ে স্নেহ কি করি বা ভেবে
 কতই অনন্ত যেন স্নেহ পারাবার
 হাঁসিলে অমনি হাঁসি, কাঁদিলে কাঁদিব ।

১৭

কি স্নেহের হত হায় অই কান্না হাঁসি
হৃদয়ে উদ্বেক হয়ে হইত প্রকাশ
বাহিরে সৌরভী ফুল অন্তরেতে বাসি
কাঁদুক উষার নীর নিশায় বিনাশ
দেখাক্ না স্নেহাকর অমিয় মাধুরী
হৃদয়ের কাল দাগ কিছুতে না যাবে
ধন্য বল্লরুণী নারী তোমার চাতুরী
নিজে না বুঝিলে কেবা বুঝিবে বুঝাবে

১৮

বাটির পেছন ধারে আমার বাগানে
কি যেন অস্পষ্ট স্বরে কহিছে দুজন
একবার ভাবি যাই যাইবো কেমনে
অবসন্ন ভাবনায় চলে না চরণ
টানিয়া উঠাতে পদ নাই উঠে আর
কাজ নাই শুনে ওরা কি কথা বলিছে
প্রবল বাসনা মনে হইল আবার
ধিরে ধিরে গিয়ে দেখি একেলা রয়েছে

১২

নিকটে একটী লোক নাহিক তাহার
 তবে কার সহ কথা হলো এতক্ষণ
 আর কার কথা কানে গিয়েছে আমার
 দেখিনে ত কিছু কোন পাইনে কারণ
 এই দেখি প্রিয়তমে গৃহ অভিযুখে
 আসিতেছে আমি কেন এখনও এথায়
 গেলেম তথাপি হয় হৃদি দহে দুখে
 না পাই ভাবিয়ে, এর করি কি উপায়,

এক দিন ঘুমে আছি প্রভাতা যামিনী
 হঠাৎ ভাঙ্গিল নিদ্রা চেয়ে দেখি পাশে
 আছে মাত্র উপাধান নাই প্রণয়িনী
 কি বলিবো নাহি হৃদি মন কে বিশ্বাসে
 তারে ভাল বাসিবারে মনে সদা চায়
 না থাকুক যত দোষ ভুলে একেবারে
 নাহি করে আশা হৃদি জ্বলে সে চিন্তায়
 তখনি সেরূপ মন অন্য ভাবে ফিরে

২১

ঘুরিছে মস্তক অধু কত আলোচনা
 থেকে থেকে করে মন হইয়ে চঞ্চল
 প্রবোধিলে মনে হৃদি নাহি মানে মানা
 আশ্ফালি ধমনি সহ জ্বলিছে কেবল
 শোক তাপ ক্রোধ ঘৃণা সন্তপ্ত সন্দেহ
 একবারে সব গুলি উপজিল মনে
 দেখাল কতই চিত্র শোকের আবহ
 কতই বা ভাবি অথ প্রণয় মিলনে

২২

ক্রমে গাঢ় ভাবনায় হইয়ে শিথিল
 কোনই মীমাংসা মন না করিতে পেরে
 নিস্তেজ উদ্ভিন্ন ভাবে নয়ন সলিল
 ত্যেয়াগিল বর্তমান ভূত কালস্বরে
 সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঘন হইল পতন
 হৃদয় আগুনে ধুম বায়ুর আকারে
 আখি নীর নিবাহিতে করিছে যতন
 কভু শুষ্ক কণ্ঠ তালু শ্বাস রোধ করে

২৩

এই রূপে ক্ষণকাল থাকিয়ে সেথায়
 চিন্তায় বিষণ্ণ মনে ত্যজিয়ে শয়ন
 গেলেম বাহিরে মনে করিয়া নিশ্চয়
 যা থাকে কপালে এথা রবনা কখন
 দেখিতেছি ক্রমশই স্বাধীন ইচ্ছায়
 স্বাভিমত সাদরেতে সতত বাড়িছে
 কিছুমাত্র নাই মনে স্থগা লজ্জা ভয়
 উপায় কি! হায় আর বলিকার কাছে

২৪

মাতার নিকটে তার দেখেছি বলিয়া
 উপরন্তু আমাকেই করেন ভৎসনা
 অকলঙ্ক কুলে মম না জেনে শুনিয়ে
 স্বথায় কলঙ্ক তুমি করিছ কল্লনা
 ইহা ভিন্ন কত কটুক্তির এক শেষ
 করিলেন কি করিবো ভাবিয়ে কপাল
 হলেম হতাশ হায় কারো দয়া লেশ
 নাহিক সারাই ভাবে আমিই জঞ্জাল

২৫

পিতাও তাহার কিছু না শুনে কানে
 আবার কি বলে ফল স্রু তিরস্কার
 একবারি যথোচিত হ'লো অকারণে
 আছিল যে স্নেহ স্রদ্ধা নাহি আর তাঁর
 দেখিলে সাদরে আগে মিষ্ট সম্ভাষণে
 কত কথা করিতেন আমাকে জিজ্ঞাসা
 এখন কখন নাহি চান মম পানে
 আছি বলে অনিচ্ছায় আছে ভালবাসা

২৬

কি বলিবো কি করিবো জাই কার কাছে
 আপন বলিয়ে হায় কে আছে জগতে
 স্নেহ নেত্রে নিরখিবে সব আশা মিছে
 কি ছিল কি দেখি হায় কি হবে দেখিতে
 সতত যে আমাকেই জানাত আমার
 সেই বিনাশিবে, ইহা কখন সম্ভবে
 কোন গুঢ় অভিসন্ধি আছে বা ইহার
 সাধিতে আপন সার্থ, শত্রুতা থাকিবে

২৭

নতুবা এমন কথা কেন এই বলে
 আমাচেয়ে ওদেরিই আত্মীয় অধিক
 এও ও রমণী এরও মনপূর্ণ ছলে
 কি বিশ্বাস এ কথায় নিতান্ত অলিক
 তাই যদি তবে ইহা বলিয়ে কি ফল
 ভাঙ্গিবে আমার মন, আগেই ভেঙ্গেছে
 যন্ত্রণার বৃদ্ধি তাও ক্রমেই প্রবল
 নিস্তেজ শিথিল হৃদি সতত কাঁদিছে

২৮

অনাহত এক জন কেন এ জগতে
 অসহায়ে মৃত্যুমুখে হইবে পতিত
 কোন রূপে যদি রক্ষা পায় আমাহতে
 অবশ্য বিহীত তার করাই উচিত
 ইহাই ভাবিয়ে আগে জানাল আমায়
 নহে প্রেমপূর্ণ উহা কালকুট্ বিঘে
 অয়স্কান্ত নাই আর আকর্ষে লোহায়
 ভ্রম মোহে গলে যেন পরনা হরষে

২৯

স্থনিয়ে স্থনিয়ে ক্রমে অবশ হৃদয়
 হইতে লাগিল আর কাজ কি তাহায়
 এত করি আমি তবু আমাকে না চায়
 নাহি চাক্, মানসেও হয়না উদয়
 বিগত প্রমোদ লীলা বিগত জীবন
 পরিণামে এই হবে কে জানিত হায়
 স্থবিমল শান্তি নাহি পেলেম কখন
 কিছুতেই মন তার পরিতৃপ্ত নয়

৩০

এখন কি এই হায় নাশিবে জীবন
 হয়েছি কণ্টক আমি তার স্থখ পথে
 নাহি স্থখ বৃথা তবে করিবো যতন
 সাধ্য নাই রাখি সাধ্যে লয়ে এথা হতে
 পর মুখাপেক্ষি যেই মৃত্যুই তাহার
 শান্তির কোমল অঙ্ক বিরাম লভিতে
 নাহি হয় কোন কালে আশার সুসার
 জীবন বিষাদ সীমা চরম দেখিতে

৩

বড়ই নির্বোধ আমি পরের কথায়
 করেছি বিশ্বাস হায় কেন অকারণে
 নাশিবে । না জেহ্নে সত্য প্রেম প্রতিমায়
 স্নেহ সিংহাসন হতে দিব বিসর্জনে
 কখন হবেনা ইহা এতকাল যারে
 প্রণয় বিকচ নব কুসুমের দামে
 বিলাস আবেশে সাজায়েছি এই করে
 কত স্বপ্নে ভাবি আশে প্রতি নিশা-যামে

৩২

এখন কি এথা হতে যাইবো চলিয়ে
 জাইবোনা জাবো কোথা জাই তারি কাছে
 দেখি গিয়ে কি হইবে কি কাজ ভাবিয়ে
 সন্দেহ, সন্দেহ কেন আমারি সে আছে
 কতক্ষণ পরে উঠে গেলাম সেথায়
 নাই শব্দ প্রিয়তমে নিদ্রাপরষণে
 অলসিত বর বপু কুঞ্চিত সয্যায়
 বিন্যস্ত কুণ্ডল বেণী পরেছে বদনে

৩৩

কে যেন গোলাপরাজী করে আহোরণ
সাজায়েছে অই মরি বসন্তরূপিণী
অঙ্গ্রে অঙ্গ্রে অনঙ্গের বাস সন্মোহন
অচঞ্চল নিলাশ্বরে কণক দামিনী
সুটানা নয়ন দুটী নিদ্রায় মিলিত
অপরাজিতার কলি, রঙ্গন অধর
পয়োধর সুধাকর বাহুতে বেষ্টিত
সকলি অচল ভাবে লাবণ্যের থর

৩৪

নন্দন কানন নব কুসুমের সার
পূরিত অমিয়, কোথা মলয় অচলে
লাগে কি চন্দন গন্ধ তুলনায় তার
অই যে বিশ্রান্ত দুটী শোভে উরুতলে
নিদ্রাঘোরে কেউ পাছে লইবে কাড়িয়ে
এই ভয়ে করে বেড়া, অবলার প্রাণ
অত্যন্ত নিতম্ব-তলে রেখেছে পাতিয়ে
কণক কুসুমাসন বিলাসের স্থান

১৩

৩৫

উরুর উপরে উরু গুরু ভার বহে
 ক্লান্ত হয়ে সেও যেন শিথিল হয়েছে
 ছাড়ি দিয়ে ফুল ধনু স্মর ঘুমে রহে
 সেই আঁখি সেই পদ সে কটি রয়েছে
 ওঠ গোটা ছুই কথা শুন আদরিণী
 যুড়াও এ অভাগার সন্তপ্ত হৃদয়
 বলিবো কাহারে আর হৃদয় বাসিনী
 এতকরি তথাপিও কেন নিরদয়

৩৬

পাস ফিরে গিয়ে পুন করিলে শয়ন
 একি ! কটিতে রজ্জু রয়েছে জড়ান
 এ স্থানে কি এষে, ছুড়ি রাখিতে শরণ
 বলেছিল যাহা এবে দেখি বিদ্যমান !
 ওরে পাপিয়সী এত করিয়াও তোর
 হইল না তৃপ্তি এবে বধিবি জীবনে
 আর নাহি দেখিতাম কালনিশি ভোর
 এখন যাইত প্রাণ থাকিলে শয়নে

৩৭

বিরাগে বিরাগে ক্রমে রাগের প্রবল
হইয়া নাশিয়ে তারে এসেছি এথায়
সূক্ষ্ম রাজ বিচারের গুণেতে সকল
বলিয়াছিলাম কেন কথায় কথায়
প্রাণ দণ্ড আজ্ঞা কেন হলনা আমায়
তাহা হলে আজীবন যাইত না দুখে
পিঞ্জরে নিবদ্ধ পাখি লৌহশলাকায়
জর্জরিত প্রায় প্রাণ ফল নাই রেখে

আর কেন ।

১

আর কেন—

প্রিয়তমে ! কল্পনে আমার
ভাবের প্রবাহে নাহি সুরঞ্জিত বেশে
প্রেমময়ি চিত্র অনিবার ।
কখন দহিছ দুঃখে কভু নবরসে ,
আন্দোলিয়ে হৃদয় আগার ।
অকস্মাৎ ভুকম্পনে লতিকাসুন্দরী
আগ্নেয় উত্তাপে শুষ্ক ক্রমে দক্ষ পুড়ি

২

সেই সহ—

স্থখ আশা গিয়েছে মিটিয়ে
 থেকে থেকে উঠি কৈপে করে আনচান
 না পারি রাখিতে প্রবোধিয়ে
 কি করি বুঝাই সেই চঞ্চল পরাণ
 অনল দাহিকা বারাইয়ে
 পুন পুন কেন কর প্রবল বাতাস
 জেনেছি নিশ্চয় প্রিয়ে এবার নিরাশ

৩

—হইলাম !

দেখ চেয়ে হৃদয় মুকুরে
 রয়েছে কে, কার তরে এ দশা এখন ।
 হা ! অদৃষ্ট জঘন্য কুকুরে
 দেবতা দুর্লভ সুখা করিছে গ্রহণ ।
 নব ভাবে নব অলঙ্কারে ।
 সুদীপ্ত কলঙ্কী চাঁদ নীর নিরমলে
 প্রতারণা মাত্র শুধু পঙ্কিল সলিলে ।

৪

তাহাতেও !

ভাঙ্গিতেছে সদা উন্মিচয়
চঞ্চল অতিষ্ঠ হায় ! ব্যথিত তাড়নে
নাহি স্থির, কি ভাবে কি হয়
নাচায় খেলনা-সম নিদয় পবনে
হেন তবু, কেন মগ্ন রয় ।
বিদ্যুৎ প্রতিমাবৎ পথিক নয়নে
সেই স্বধাপূর্ণ শশী বিমল গগনে

৫

রহিয়াছে

মনসাধে ক্ষণেক নেহারি
মোহিনী প্রণয় হাঁসি হেরি আর বার
দেখায় কি করে হৃদি দেখাই বিদারি
দেখি চেয়ে, ভীম মেঘে ঢাকা অন্ধকার
আগে তার প্রতিভাসুন্দরী
আলোকিত করিয়াছে নিভান রেখায়
জানাইতে সেই মনে সেই প্রতিমায় ।

৬

এক দৃষ্টে

কিছু পরে সে রেখাও গেল
 আছে কি না আছে শশী নাহি জানা যায়
 শুক্ল কৃষ্ণ চতুর্দশী এল
 অকালেতে বিপরীত ঘটে অবস্থায়
 দুধিবো কাহায় কিসে হ'ল
 আছে বটে আশা-তারা অসংখ্য সাজান
 কত দূরে শূন্যে শূন্যে নাহি পরিমাণ ।

৭

চিন্তা করে

দেখি চেয়ে কেহ নিবু প্রায়
 স্তম্ভিত আভায় কেহ জ্বলিছে বিমানে
 কেহ এক সহিত উদয়
 হবে না বিনাশ এর বুঝি এ জীবনে
 অই মেঘে নাহি লোপপায়
 কলঙ্কী টাঁদের ভাব নাহি ভাবে মনে
 বিচ্যুত হইলে পুন মেমে অন্যস্থানে ।

৮

একি জ্বালা

রবিতাপে সলিল শুখায়
তথাপি প্রবাহ বয় পয়নিধিপানে
যাইয়াও নাহি কেন যায়
স্থানে স্থানে যুগুগতি নিস্তেজ জীবনে
স্তম্বপাকার শুষ্ক যুতিকায়
বরষা ভরসা মিছে জানিয়ে না জানি
সেই সুধাময় ভাবি প্রেম সুরধনী

৯

বন্ধ প্রায়—

নাহি সেই মন্হর জোয়ার
ক্ষীণ কলেবরা নাহি স্রোত স্রুগভীর
ভাসায় কি নয়ন আসার
উথলিয়ে করি পূর্ণ এই দুই তীর
দুরশা ছলনে বার বার
দীর্ঘ কাল শুষ্ক ক্ষেত্র অন্তরে শুখায়
আঁখি নীরে ছাই রুষ্টি কি করিবে তায় ।

১০

পারিজাত—

কালক্রমে হইল শিমূল
 নাহি সেই ফোঁমলতা নাহি পরিমল
 হেরি রুখা হৃদয় ব্যাকুল
 যাক্ ছুরে, এত দিনে ফলিবে স্রফল
 যায় দেখা নবীন মুকুল
 পরেতে দুর্শ্মতি কাক চঞ্চুর আঘাতে
 বাহির করেছে তুলা দেখিতে দেখিতে ।

১১

ঘন কোলে

সৌদামিনী বজ্র সহবাসে
 বজ্রের সমান তার হয়েছে অন্তর
 লুকাইছে দুখ দেখি হাঁসে
 এত দিন দেখিতেছ, জানি ব্যবহার
 কি আশায় আছ কি সাহসে
 প্রণয় নন্দন এবে সমাধি ভবন
 ভূতের দৌরাত্ম্য মিছে সহিতেছ কেন

১২

কালি সহ

লয়ে করে সামান্য লেখনি
উত্তেজনা কর দুখ নিঃক্ষেপে পাষণে
আঁকাইতে দেখ অনুমানি
কি দশা হইবে মুদ্রা যন্ত্রের পিড়নে
পরকরে কিছু নাহি জানি
ভালোও হইতে পার কালি যদি পড়ে
না জাবে কলঙ্ক শেষ জ্বলিবা অন্তরে

১৩

প্রায় দিনে—

প্রত্যক্ষই দেখিতেছি কত
কত জনে কত মত করে আলোচনা
জেনে শুনে নও প্রবোধিত
অনুশোচনাই সার হইবে কল্পনা
নিরুদ্ভিই উপযুক্ত পথ
এ জনমে ত্যজি আশা করিলা গমন
লভিতে বিরাম শান্তি স্থখের সদন ।

১৪

জানি আমি

যেই জন বারেক নয়নে
 দেখেছ বিলাস-পুরে সর সোহাগিনী
 নিরজনে ভ্রমর মিলনে
 হাসি হাসি মন খুলে কাননে কামিনী
 বিকসিত গোলাপের সনে
 রঙ্গন অপরাজিতা মরি এক ধারে
 নীলিমা মাধুরি আখি নীরব অধরে

১৫

দেখিয়াছে

নাহি পারে ফিরাতে সেজন
 আখি তার কিন্তু তাহে কিছু নাহি ফল
 সে কামিনী সরসী ভূষণ
 নাহি আর, লো কল্পনে স্বপনের ছল
 মিছে মোহে হ'ও সন্মোহন
 দৈবাৎ আবার সেই অয়স্কান্ত মনি
 লোহ আকর্ষণে পুন আসিবে আপনি

১৬

এই আশা

বুধা তব দেখলো ভাবিয়ে,
যে ভীষণ খনি মাঝে আছে অবরোধে
আকর্ষিবে কেমন করিয়ে
অন্ধকারে, নাহি হেরে বিঘোরে বিরোধে
পড়িবে এ জনম ভরিয়ে
জন্ম চারু অয়স্কান্ত হীরক আকরে
উপরে সৌন্দর্য্য, “স্বপ্ন” গরল অন্তরে

সমাপ্ত ।



